ধর্ম্ম জীবন

ডাঃ লুৎফর রহমান

ধর্ম জীবন

ডাঃ লুৎফর রহমান

আহমদ পাবলিশিং হাউস ঃ ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন
ঢাকা—১

এ. পি. এইচ./প্রথম সংস্করণ ঃ
বৈশাখ, ১৩৮৮ [এপ্রিল, ১৯৮১]
চতুর্থ সংস্করণ ঃ
চৈত্র ১৩৯২ [এপ্রিল ১৯৮৬]

[গ্রন্থস্বত্ব লেখকের ওয়ারিশান কর্তৃক সংরক্ষিত]

মূল্য ঃ চৌদ্দ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ ঃ
রঞ্জিত কুমার সেন

মুদ্রণে ঃ
মেছবাহ উদ্দীন আহমদ
আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন
ঢাকা—১

www.pathagar.com

ঈমান—ধর্ম বিশ্বাস

আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস — আল্লাহ্‌ আছেন, তাঁর কাছে মানুষের কৃতকর্মের বিচার হবে, তাঁর প্রেরিত সমস্ত ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাস, সমস্ত নবীগণে বিশ্বাস এবং সকলের উপরে আল্লাহ্‌ আছেন, আমার সুখ-দুঃখ জীবনের প্রত্যেক কাজের উপর তাঁর দৃষ্টি আছে—এটা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। এ কথা আরও পূর্বে বলা হয়েছে। সবাই আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ করি, সবাই বলি মুখে, আল্লাহ্‌। কিন্তু সত্য করে তার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের জন্যে এক অফুরন্ত শান্তি। ঈমান যে লাভ করেছে, সে মহাসম্পদ লাভ করেছে, সে রাজত্ব লাভ করেছে।

আল্লাহ্‌ আছেন—এ বিশ্বাসের মূল্য অনন্ত। আল্লাহ্‌ আছেন, যে অন্তরে এ বিশ্বাস সত্যি করে পোষণ করে, তাঁর জীবনে কোন ভয় নাই। সে নির্ভীক, সে বলবান, সে সাহসী।

বিশ্বাসরূপ মহাসম্পদ আল্লাহ্‌ই মানুষকে দান করেন। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী জগতে অসাধ্য কাজ করে—সে পাপ করে না, পাপ করতে পারে না। দুঃখে সে সহিষ্ণু, বিপদে সে ধৈর্যশীল, অভাবে সে শান্ত। সে অজেয় শক্তির অধিকারী।

শত্রু যখন তরবারি হস্তে হযরতকে জিজ্ঞাসা করলো—মহম্মদ-তোমায় কে রক্ষা করবে? হযরত সুদৃঢ় বিশ্বাসে বললেন—আমার আল্লাহ্‌ আমাকে রক্ষা করবেন। শত্রুর কম্পিত ভীত হস্ত হতে তরবারি মাটিতে পড়ে গেল।

নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে কামান গর্জন, গোলা বর্ষণের মধ্যে ক্লান্ত শরীর নিয়ে নির্ভয়ে শান্তির সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন। বিশ্বাসই ছিল তাঁর শক্তি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ধর্ম জীবন	...	৭
ঈশ্বরের অপমান	...	১১
ধর্মের ব্যাখ্যা	...	১২
আজগুবী গল্প	...	১৮
ধর্মের জীবিত উৎস	...	২০
ধর্ম কি চোখে দেখলাম	...	২৩
পাপ, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	...	২৬
পবিত্র আত্মা	...	২৮
ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার	...	৩০
প্রভুর সংবাদ বহন	...	৩২
আল্লাহর আদেশ নরহত্যা করো না	...	৩৪
আল্লাহর আদেশ, মিথ্যা কহিও না	...	৩৭
প্রতিবেশীকে প্রেম করিও	...	৩৯
অন্নদান ও দুঃখের উপশম চেষ্টা	...	৪৩
প্রার্থনা	...	৪৭
সম্মানিত ব্যক্তি ও পণ্ডিতদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ সাক্ষাৎ	...	৪৯
হাসপাতাল	...	৫১
পাপীর প্রতি ক্ষমাশীলতা	...	৫২
আত্মমর্যাদা	...	৫২
ক্রোধ এবং অহঙ্কার	...	৫৩
প্রতিহিংসা	...	৫৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ধর্ম জীবন

একজন ভদ্রলোক দিনের মধ্যে শত বার অজু করতেন। অজুর তার অন্ত ছিল না। নামাজেরও না। বাড়ীতে নিজের সম্বন্ধীর পুত্রকে বাল্যকাল থেকে পালন করছেন। নিজের একটি মেয়ে আছে, তারই সাথে বিয়ে দেবেন—এ এক রকম পাকা-পাকি কথা। ছেলেটি মেট্রিক পাশ করে কলেজে গেল। তখনও সবাই ভাবছিল, বোধ হয় দু'এক বছরেই ভদ্রলোক কথা পালন করবেন।

এর মধ্যে তার ভ্রাতার ছেলেরা বি, এ. পাশ করেছে। একদিন তিনি তারই একজনার সঙ্গে মেয়েটিকে বিয়ে দিলেন। ইনি শতবার নামাজ পড়লেও ধর্ম রক্ষা করেছিলেন কি ?

মুসলমান সমাজে ধর্ম সম্বন্ধে একটা মিথ্যা বিশ্বাস ভূতের মত পেয়ে বসেছে—এ বিশ্বাস ভাঙ্গা তার জীবনে হয়ত ঘটবে না। জীবনের কদর্যতা সম্বন্ধে সে সচেতন নয় —নিয়ম পালনই হয়েছে তার ধর্ম।

একটি লোকের বেতন মাত্র ২৫ টাকা। এই পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরি করে ইনি জমিদারী করেছেন—চার-পাঁচটি ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন। একজনের বা দশজনের সর্বনাশ না করে কেমন করে তিনি উচ্চাসন লাভ করলেন? অথচ এর জীবনে একবারও নামাজ কাজা হয় নি, কথায় কথায় ইনি কোরানের শ্লোক আবৃত্তি করেন। ইসলাম ধর্মের মত মহৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম জগতে আর নাই, এই কথা বলেন।

মুসলমান জাতির ধর্ম, এই জাতীর জীবন এবং আত্মার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। নামাজ! নামাজ! নামাজ! আজান শুনলে পুণ্যের জন্য মুসলমানেরা মসজিদ ঘরের দিকে সন্তান-সঙ্গ-প্রয়াসী গাভীর মত পুচ্ছ তুলে দৌড় দেন।

www.pathagar.com

মুসলমান জাতির এই ভুল কঠিন আঘাতে ভাঙ্গতে হবে। ধর্ম অর্থ পাপবর্জনের সাধনা। মিথ্যার সঙ্গে আত্মার সংগ্রাম। প্রার্থনায় এই কাজের সহায়তা হবে—এইজন্য ইসলাম ধর্মে প্রার্থনার ব্যবস্থা।

আমি মুসলমান জাতিকে সাবধান করছি—যদি তারা শুধু রোজা নামাজকেই ধর্ম মনে করে বসে থাকেন, তবে তারা পরকালে কোন-মতে মুক্তি পাবেন না।

আমার আত্মীয় শ্রেণীর কোন কোন অতি গুণ্ডা শ্রেণীর লোক যারা চিরজীবন বেশ্যালয়ে কাটিয়েছেন, তারা বুড়োকালে শক্তিহীন হয়ে শুধু রোজা নামাজ শুরু করে আমাকে ঘৃণায় বলে থাকেন, "তুমি ঘোর দুরাচার লোক। তুমি রোজা-নামাজ অস্বীকার কর? তুমি কাফের?" আমি যে কি বলতে চাচ্ছি সে কথা এইসব বুড়া মূর্খরা মোটেই বুঝতে চায় না। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের বিনিময় এবং গভীর আত্মীক সংযোগ এইসব হতভাগ্য নামাজী দুর্বৃত্তেরা শত জীবনেও লাভ করতে পারবে না। কারণ বুড়াকালে তারা কাছাখোলা মুসল্লী হয়েছে, তবু তারা চৌর্য, প্রতারণা, মিথ্যা ও মন্দ জীবন ত্যাগ করতে পারে নি। ধিক এইসব নামাজী শয়তানদিগকে! যদি ইংরাজের আমল না হতো, তাহলে নিশ্চয় অসহিষ্ণু হয়ে এরা আমাকে এতদিন প্রকাশ্যে হত্যা করে ফেলতো। যদিও এ অবস্থায় গোপনে সে প্রচেষ্টা কতিপয় লোকের মধ্যে হয়েছিল।

যে মানুষ বা যে জাতির জীবনে ন্যায় ও সত্যের সমাদর নাই—যারা জীবনে ন্যায়বান ও সত্যময় হওয়াকে ধর্ম মনে করে না—যারা জীবনে মিথ্যা কাজ ও অন্যায় কথা বলতে ভীত হয় না—এতে অধর্ম হয়, এই কথা আন্তরিক বিশ্বাস করে না, বাইরের নিয়ম পালন, ক্রিয়াকলাপ, রোজা-নামাজ এবং পূজাকেই ধর্ম মনে করে, তাদিগকে অপবিত্র শার্দুল জ্ঞান বর্জন কর। এরা ধর্মের কিছুই জানে না। এই কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়। জগতে যখন ধর্মের ভ্রান্তি ও বিস্মৃতি আসে, তখন ঈশ্বরের বাক্যপ্রাপ্ত এক একজন বাণীবাহকের আবির্ভাব হয়। উহা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায় হয় না, সময় ও অবস্থার চাপে কঠিন দুঃখের ভিতর দিয়ে শত বেদনাকে জয় করে একটি মানুষের আবির্ভাব হয়—যে সারা জীবন ঈশ্বরের সত্য বাক্য প্রচার করে।

www.pathagar.com

মনুষ্য তাকে প্রথমতঃ অগ্রাহ্য করে। যদি জীবনে মিথ্যা কাজ করতে অধর্ম বোধ না কর, অন্যায় করতে অধর্ম মনে না ভাব—জীবনকে সর্ব অন্যায় হতে রক্ষা করতে আন্তরিক চেষ্টা না কর, তবে রোজা-নামাজ করো না। সে রোজা, নামাজ পূজা অর্চনা ছুঁড়ে ফেলে দাও।

রোজা-নামাজের অন্তরালে জীবনকে মিথ্যা-মুক্ত করতে চেষ্টা কর। জেনেশুনে অন্যায় ও মিথ্যা করে সর্বদা মসজিদ ঘরে যেয়ো না —ও মিথ্যা ভণ্ডামি ঈশ্বর সহ্য করতে পারে না। যে চোর ঘুষখোর, প্রতারক, পরনিন্দুক, আহম্মক, অশিক্ষিত, পরস্বাপহারী, বিশ্বাসঘাতক —তার আবার রোজা-নামাজ কি? তোমার লম্বা জামা, দীর্ঘ নামাজ এবং লম্বিত শ্মশ্রুতে তুমি কিছুতেই বেহেস্তে যাবে না। রে ঘুষখোর— দুর্মতি, রে হারাম (অবৈধ অন্ন) খোর, বেশ্যা—তোমরা কি জন্য কপালে তিলক কাটলে, তীর্থে যাত্রা করলে?

এক ব্যক্তি আপন ভ্রাতার পিতৃমাতৃহীন সন্তানের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার লোভ করেছে। যেদিন সে এই পিতৃমাতৃহীনের সম্পত্তির কেশাগ্র নষ্ট করতে ইচ্ছা করেছে, সেইদিন হতে তার জীবনের সমস্ত এবাদত, সমস্ত তীর্থ যাত্রার পুণ্য নষ্ট হয়েছে। রে অন্ধ, মানুষ ঠকাচ্ছ— আল্লাহ্‌কে কি করে ঠকাবে!

জীবনে সুন্দর হও—জীবনকে মিথ্যা হতে রক্ষা কর। হায় বিধর্মীরা! তোমরা ঈশ্বরকে ধর্ম রক্ষার নামে এমনভাবে অপমান করলে? হে শুদ্ধাচারী তাপসগণ, হে ঈশ্বর মনোনীতেরা, তোমরা ভণ্ড অধর্মীকারীদের সর্পবৎ ভয় কর এবং তাদের সংশ্রব হতে দূরে থাক। অন্ধকার লোকচক্ষুর অগোচরে নিজেকে পরীক্ষা কর— দিবসে কয়টি মিথ্যা, কয়টি অন্যায় করেছ। তারপর নামাজে বসে সে জন্য অনুশোচনা কর—প্রতিজ্ঞা কর, দ্বিতীয় দিন আর পুনরায় তোমার দ্বারা তেমন অন্যায় হবে না।

দোহাই তোমাদের—জীবনে সুন্দর ন্যায়বান এবং সত্যময় হও— আমাকে বিশ্বাস কর। আমি হযরত মহম্মদের প্রতিনিধিরূপে তোমাদের সাবধান করি। আমাকে অসম্মান করো না।

পাপ করে করে নিত্যই ক্ষমা পার্থনা করবে আর মনে করবে ক্ষমা হয়েছে। কোন্ পাগলে বলেছে, তোমাদের নামাজের পুণ্য আলাদা

www.pathagar.com

আর পাপের শাস্তি আলাদা। তোমরা মনে কর খোদার হাতে বণিকদের খাতা আছে--যেখানে প্রত্যেক মানুষের হিসাব জমা-খরচ লেখা হবে। ওরে পাগল। জগতের আবর্জনা! তোমাদের নামাজে পুণ্য হয়, কে বলেছে? ও নামাজে এক রতি পুণ্য নাই। নামাজ অর্থ সালাত। সালাত অর্থ প্রার্থনা। প্রার্থনা অর্থ খোদার কাছে পাপের অনুশোচনা, কাঁদাকাটা করা। তুমি যা চাও, তাই পাও কিনা,—সেই কথা ভাব। প্রার্থনা করলে, নামাজ পড়লে ঝুড়ি ঝুড়ি সোয়াব হবে অজ্ঞানদের মাঝে এ বক্তৃতা দেওয়া চলে—একথা কি সজ্ঞান মানুষকে বলা যায়?

তোমার সম্মুখে পথ দুইটি—একটি বিনাশের পথ, আর একটি (জীবনের এহ্সান দেয়) মুক্তির।

একদিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে শয়তান। একদিকে নূর, অন্যদিকে জুলমাত বা অন্ধকার।

প্রতিদিন ধীরে ধীরে চেষ্টা করে জীবনের পথে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পারে, দিন দিন সাধনা, অনুশোচনা, চিন্তা, অন্বেষণ ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হবে অথবা দিন দিন অবহেলা, পাপ মন্দতার—পতন ও বিনাশের পথে ধাবিত হবে। দুই দিকেই অগ্রগতি কি করে হবে? পাপও করবে আলাদা, পুণ্যও করবে আলাদা—সে কি হয়!

সত্যের জন্য—ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহ্য কর। ইহাই এবাদত। ইহারই নাম ঈশ্বর উপাসনা। ওষ্ঠের আবৃত্তিতে কি ঈশ্বর-অর্চনা হয়?

www.pathagar.com

ঈশ্বরের অপমান

আমি দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে নামাজকে একটা প্রতিমারূপে খাড়া করা হয়েছে। ওরই পূজা মুসলমানেরা করে।

প্রতিদিন মানুষ যে কিভাবে কতবার ঈশ্বরের অপমান করে তা সে বুঝতে পারে না। ঈশ্বর মানে তার কাছে একটা মানুষের মত বাদশাহ। আকাশের সিংহাসনে বসে আছেন। আমি কি করি না করি কিছু ঠিক পান না। ভাল করে শেষকালে তোষামোদ করলে—তিনি স্বর্গে যেতে দেবেন। হায়, পুত্র কন্যা এবং বিবির গলার পুষ্পহারের জন্য মানুষ অর্থলালসায় কিভাবে ঈশ্বরকে অপমান করে!

এক সরকারী ডাক্তার, তিনি সমাজ প্রেমে হাবুডুবু খেতেন। কাগজে প্রবন্ধও লিখতেন। বড় বড় বিজ্ঞানের কথা বলতেন। কোট-প্যান্ট পরতেন। যে সমস্ত লোক তার কাছে আসত তারা গোপনে তাকে এক কোনায় ডেকে নিয়ে যেতো আর ফিস্‌ফিস্ করে কিছু টাকা নিয়ে মিথ্যা রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে দিতে অনুরোধ করতো। ডাক্তার সাহেব মোটা রকম ঘুষ নিয়ে সত্যকে মিথ্যা করতেন—মিথ্যাকে সত্য করতেন। এই কাজের দ্বারা তিনি কিভাবে কতবার সত্যকে অপমান করেছেন—সে জ্ঞান তার ছিল না। এ তো ঈশ্বরকেই অপমান করা। ঈশ্বর আর সত্য কি দুই? মুসলমান আর হিন্দুর ঈশ্বর কি দুই? ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্ম। এর মত মহৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই। —এই ছিল সেই অর্থলোভী ডাক্তারের বড়াই। ইসলাম ধর্ম কি ঈশ্বরবর্জিত! যদি তা না হয়, তবে ঈশ্বরকে অপমান করে কি করে ইসলাম ধর্মকে ভালবাসা যায়? হায় ধর্ম! কে তোমাকে চায়? ঈশ্বর, আমি তো দেখতে পাই—যেখানে মিথ্যা কাজ—অন্যায়ের প্রাধান্য, সেইখানেই তোমার অপমান। সর্বত্রই তোমার অপমান হচ্ছে। যেন তুমি কিছুই দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পাচ্ছ না' এমনিভাবে তোমার সৃষ্টি মানুষ তোমার সঙ্গে ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

ধর্মের ব্যাখ্যা

বাংলা ১৩৮৪ সালে ১লা বৈশাখ সংখ্যায় মাসিক সাহিত্যিক পত্রিকায় গোলাম মকসুদ এম. এ. 'মানব ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে হযরত মহম্মদ-এর দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করেছিলেন ঃ

"ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত হও।"

"সমস্ত জগৎ আল্লাহ্ তালার নিকট পরিবার। যিনি তাঁহার পরিবারের যত অধিক উপকার করেন, তিনি তাঁহার নিকট তত অধিক প্রিয়।"

মৌলানা রুমীর কবিতার দুই ছত্রের অনুবাদ লিখেছেন—তোমার মধ্যে দেবত্ব ও পশুত্ব দুই আছে, যদি পশুত্বটুকু দূর করতে পার, তুমি দেবতাদিগকে (ফেরেস্তা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অর্চনারত ফেরেস্তা) অতিক্রম করিয়া যাইতে পার।

ধর্ম সম্বন্ধে নিজের মতামত লিখেছেন—শয়তানের উপর জয়যুক্ত হওয়াই মনুষ্যত্বের সার ধর্ম। ইহাই বিশ্ব মানব ধর্মের মূল মন্ত্র।... কেবল আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা ও উপবাসই ধর্ম নহে।

সৈয়দ আবদুর রব মাসিক মোয়াজ্জিন পত্রিকায় ৭ম বর্ষ ১৩৪১, বৈশাখ সংখ্যায় ৮ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"আত্মায় সত্যের আসন প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম। সত্যের যে প্রাণবন্ত ঝঙ্কার সন্তান মানুষ আপন আত্মায় অনুভব করিবে তাহাই তাহার ধর্ম।"

এই দুটি বস্তু এবং যারা ধর্মের প্রকৃত পরিচয় আত্মায় অনুভব করতে পেরেছেন, তাদের কালবিলম্ব না করে এক সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত। বিদ্রোহ ব্যতীত কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সত্যের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মিথ্যাকে দলিত করে।

ইসলামের পরম দান ঈশ্বরের একত্ব। পূর্বে মনুষ্য সমাজে ঈশ্বরকে বহু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরের শক্তি ও ভাব যাঁর মাঝে বহুলভাবে প্রকাশ পেয়েছে, মনুষ্য ভক্তিআপ্লুত প্রাণে তাঁকে ঈশ্বরের আসন দিয়ে এসেছে। এই মনুষ্য-ঈশ্বরের ভক্ত যাঁরা, আত্মার যাঁরা, তাঁরাও ক্রমে ঈশ্বর হয়েছেন। যীশু খৃষ্টের মাতাকে মনুষ্য জ্ঞানে তার ভক্তগণ বর্জন করতে পারেন নি। ঈশ্বরের মাতা যিনি

www.pathagar.com

তাকে কিভাবে বাদ দেওয়া যায়? খৃষ্ট বলেন ঃ আমাকে পরিধান কর। যারা তাকে পরিধান করিলেন তারাও খৃষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন। ধার্মিক রাম, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বরের বিরাট শক্তির প্রতিচ্ছবি। —সমুদ্র, বিশাল বৃক্ষ, হিমালয় পর্বত, বিষধর সর্প ভক্তের শ্রদ্ধা হতে বঞ্চিত হলেন না। এরাও হলেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। আর্য সমাজীরা বল্লেন Let us try to make every man a god. এসব ফকিরী কথার মূল্য ফকিরদের কাছে আছে—সাধারণ মানুষের কাছে এইসব কথার গুরুতর অপব্যবহার হয়। কোথায় ঈশ্বর রইলেন পড়ে—বুদ্ধের পাষাণ মূর্তি ঈশ্বর হয়ে হাট, ঘাট, পর্বত, মন্দির ছেয়ে ফেললো। মানবচিত্তের চরম অধঃপতন হলো।

ইসলাম বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ভ্রান্ত কাফেরগণ! ক্ষান্ত হও —ঈশ্বর নিরাকার, সর্বব্যাপী, তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, তাকে কেউ জন্ম দেন না। ইসলাম সত্যই বলেছেন। জগৎকে বিশাল পতন হতে রক্ষা করেছেন। ইসলামের আজান এবং রোজা নামাজ পৃথিবীতে ঈশ্বরের নাম অতি সুন্দর রূপে বজায় রেখেছে। ইসলামের আবির্ভাব না হলে জগতের মানুষ ঈশ্বরের নাম একেবারেই ভুলে যেতো। ইসলামের কল্যাণে চরম পৌত্তলিকও বলে—ঈশ্বর এক, যদিও সে ব্যবহার জগতে আদি শক্তি দুর্গারূপিনী মূর্তিতে জগতে ঈশ্বরের জননী ভাবের ছবি জগৎধাত্রীরূপে পূজা করে। এই প্রকাশ্য রোজা নামাজ ও আজান জগতে ধর্মের বাহ্যিক চর্চা রেখে—পৃথিবীর মহা-কল্যাণ করেছে। রাজা থেকে পথের বেশ্যা মুসলিমের আজান ও শরিয়তের কল্যাণে আল্লাহ্‌র সত্তা নিত্য অনুভব করেছে। রোজা-নামাজ মানব সমাজের ধর্মের ধ্বজা জীবিত রাখার জন্যে একটি সামাজিক জীবিত অনুষ্ঠান মাত্র। ইহাই সব নয়। ইহাই ইসলাম ধর্মের সব নয়—প্রাণের সঙ্গে যোগহীন আবৃত্তি অর্থাৎ মুখস্থ পাঠ ইসলাম ধর্ম নহে। জগতে ধর্মের ভাব জীবিত ও সবল রাখবার জন্য তার নিজের আধ্যাত্মিক জীবন একেবারে মরে গেছে। তার প্রার্থনা একটা অভিনয়ে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত প্রার্থনাশীল জীবন তার নাই—আপন আত্মায় সে ঈশ্বরের সজাগ বাণী শোনে না। সে নামাজ বুঝে নামাজই পড়ে, দিকে দিকে আজানের দ্বারা প্রভুর

www.pathagar.com

বাণী প্রচার করে—যে নিজে এক বর্ণ বোঝে না। পাপের প্রতি তার ঘৃণা নাই। সত্যের বাক্য তার আত্মায় নাই। ঈশ্বরের সত্তা তার আত্মায় অনুভব করে না।

মুসলিম জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ইসলামকে সত্যরূপে আবার তার সামনে ধরতে হবে। তার ধর্ম শুধু মুখস্থ আর গুনাহ মাফ চাওয়ার ধর্ম নয়। তার কাজ আছে—তার জীবনে সংগ্রাম আছে। ধর্ম যুদ্ধও তার ধর্ম—মুমীনের হৃদয় ঈশ্বরের আসন, রুহে কুদ্দুসের বিশ্বাসী—তাকে হতে হবে। মুহূর্তে মুহূর্তে তার আত্মায় সত্যের যে বাণী ধ্বনিত হয়—তাই মানা তার ধর্ম। যে মুসলমানের বুকে বিবেক প্রজ্ঞা বা সত্যের বাণী জাগে না, সে মৃত। মুসলমান জাতি আজ মৃত। ত্বকচ্ছেদই তার ধর্ম হয়েছে। কোরবানী করে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে সে দৌড়ে স্বর্গে যাবে—এই অন্ধ বিশ্বাস সে পোষণ করে। পাপের সঙ্গে, মিথ্যার সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে, শয়তানের সঙ্গে, তার জীবনে সংগ্রাম নেই। মাথার উপর টিকির মত এক টুপী রেখে সে মহাধার্মিক হয়েছে এই ভাব দেখায়। সে জ্ঞান বর্জিত, বিবেকবর্জিত, আত্মজিজ্ঞাসা বর্জিত চিন্তাশূন্য পশু। —মন্দতায় আকণ্ঠ সে ডুবে আছে।

মুসলমানের ধর্মজীবন কি? তার কাছে প্রার্থনাশীল জীবনের স্বরূপ কি? তার পরিষ্কার উত্তর এখানে দেওয়া হচ্ছে।

সর্ব পাপমুক্ত হওয়াই ইসলাম ধর্ম। মুসলমানের ধর্ম জীবনের একমাত্র সাধনা পাপকে জয় করা। হে আল্লাহ, আমি শয়তানের হাত হতে তোমার আশ্রয় চাই—এই হচ্ছে তার বড় প্রার্থনা। তার জীবনে পাপ-পুণ্যের কাটাকাটি, জমা-খরচ হবে না নামাজের পুণ্য আলাদা, পাপের শাস্তি আলাদা—তা হবে না। তা হবে না। নামাজ পড়লে পাপের ক্ষমা হয় না। না বুঝে নামাজ পড়া এও ইসলাম ধর্ম নয়, কোন ধর্ম নয়। প্রার্থনা তা আন্তরিক এবং আত্মার সত্য বেদনা নিবেদন হওয়া চাই। মানুষকে কোন রকম দুঃখ দেওয়া পাপ। জগতে দুঃখ সৃষ্টি করা পাপ। তোমার জীবনের দ্বারা, কথা ও ব্যবহারে যদি পৃথিবীতে দুঃখ ও জ্বালা উপস্থিত হয়, তুমি পাপী। নামাজ দুই-একবার ত্যাগ করলে তত পাপ হয় না, যত হয়

www.pathagar.com

মিথ্যা, অন্যায়, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, লোভ, চুরি এবং মানুষকে দুঃখ দেওয়াতে। অথচ ঠিক এর উল্টা সমাজে চলছে। নামাজ ঠিক আছে—পাপ ও শঠতার অন্ত নেই। ত্বকচ্ছেদ, আরবীতে নাম রাখা, মৃত্যুর পর ফাতেহা পাঠ করা, মসজিদ ঘর তোলা, মৃত্যুর পর খতম পড়ান, লক্ষ্য কলেমা পাঠ, শ্মশ্রু রাখা এবং ইসলাম ধর্মের গর্ব করাই যেন এদের ধর্ম। আত্মার দিকে এরা তাকায় না। তওবা (অনুতাপ) ব্যাপারটিও এরা মোল্লার পাগড়ী ধরে এক টাকা নজর দিয়ে শেষ করে। কি বিড়ম্বনা! আত্মার লজ্জা প্রকাশ ও অনুতাপ তাও এরা না বুঝে করে।

হযরত মহম্মদ মুসলমানকে ত্রাণ করেন, এই একটি অন্ধবিশ্বাস কিছুদিন থেকে ইসলাম ধর্মে চলেছে। অথচ মানুষ মানুষকে ত্রাণ করবে না—এই কথা প্রচার করাই তার খৃষ্টান ধর্ম হতে পৃথক হবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবী। হযরতের নামে দরূদ পড়ার তার অন্ত নেই অথচ হযরতের বাণী একজনও জীবনে অনুসরণ করে না। মুসলিম জীবনে কাজ নেই, মোটেই কাজ নেই। শুধু আছে মুখস্থ পাঠ এবং আল্লাহ দয়ালু এই কথা বলে মাফ চাওয়া। তাকে পথ দেখাইবার জন্যে কোরান—অথচ চোখ বেঁধে সে কোরান পড়ে। চোখ বুঁজে কে কার গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে। আল্লাহ্ তাকে কি বলেছেন, জীবনভরেও সে তা শুনতে ও জানতে চায় না। তার আত্মার জন্য যা চরম কল্যাণের মন্ত্র, তা সে বুঝতে চায় না। যদিও সে জীবনে কত কঠিন পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ করে ফেলে। প্রার্থনাশীল জীবনের কোন ভাব মুসলমান সমাজে নাই। আত্মার নিবেদনের নাম প্রার্থনা। অপ্রাসঙ্গিক ঈশ্বর বাক্য পড়লে কি প্রাণ ঘামে? দুই হাজার বার 'কুলহু' পড়লে, দুই হাজার বার সূরা এখলাস পড়লে মহাপুণ্য হয় এইরূপ কথা আধ্যাত্মিকেরা অনেক সময় শিষ্যদিগকে বলে থাকেন। যে প্রার্থনা পাষাণ ভার হয়ে মনুষ্য চিত্তকে কষ্ট দেয়, তা প্রার্থনা নয়। প্রার্থনায় কখনও ক্লান্তি হবার কথা নাই। অথচ প্রায়ই দেখা যায়, ধর্ম মন্দিরে তাড়াতাড়ি প্রার্থনাটি সেরে দেবার জন্য অনেকে মোল্লা-মৌলবীকে অনুরোধ করেন। যে জিনিসের সঙ্গে প্রাণের যোগ নেই—তাতে তো কষ্ট হবেই। না বুঝে দীর্ঘ সময় প্রার্থনার নামে ব্যায়াম

www.pathagar.com

করতে, উপস্থিত উপাসক জনমণ্ডলীর যে কি কষ্ট হয়, আর তাদের প্রাণ তাড়াতাড়ি ছুটি পাবার জন্য কিভাবে কাতর হয়ে উঠে, তা ভুক্ত-ভোগী মাত্রই জানেন।

সামাজিক লোক দেখান নামাজে কখনও প্রার্থনা হয় না। পৃথিবীতে মানব সমাজে আল্লাহ্‌র সত্তা জীবন্ত করে রাখবার জন্যেই এই প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রার্থনা যা, তা একান্ত আন্তরিক হবে—তা হবে আত্মার স্বতঃ-উৎসারিত ভাব। দীর্ঘ পঞ্চাশ, ত্রিশ, বিশ ও চৌদ্দবার উঠা-বসা না করে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু ফরয নামাজ-টুকু (ঈশ্বর নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় সংক্ষিপ্ত উপাসনা) পালন করে সামাজিক প্রার্থনার মর্যাদা রাখলেই যথেষ্ট হয়। উঠাবসা করলে কখনও আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সামাজিক নামাজ শেষ করে—আপন মাতৃভাষায়—সকলে মিলে বা একাকী নীরবে আত্মার ও সত্যের প্রার্থনা করাই যুক্তিযুক্ত। প্রার্থনায় কখনও বল-বাধ্যতা ভাল নয়। যখন ইচ্ছা নাই, তখন প্রার্থনা করা উচিত নয়। পৃথিবীতে এখন কর্মের যুগ এসেছে। এখন বাইরে কর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করতে হবে। ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ বসে সময় নষ্ট করবার সময় নেই। যখনই ইচ্ছা তখনই মানুষ প্রার্থনা করতে পারে। এখন নূতন কালের নতুন নিয়মে চলতে হবে। তাতে ইসলাম ধর্মের ক্ষতি হবে না।

আল্লাহ্‌ নিরাকার, এক, তিনি কারো জনক নন, তাঁরও কেউ জনক নাই—তিনি আকবর,—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—ইহাই ইসলামের প্রাণ-বাণী—এ কথার তো পরিবর্তন হচ্ছে না। কাল ও অবস্থা ভেদে অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন আবশ্যক। প্রার্থনায় কখনও সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া ঠিক নয়। নামাজে দাঁড়িয়ে কি সুন্দর সুরকে উপেক্ষা করা হয়। কণ্ঠে লালিত্য সকল দেশে সকল মানুষকে ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত করে। আমরা যদি সঙ্গীতকে অসিদ্ধ ও অবৈধ বলে বর্জন করি, তাহলে আমাদেরই আধ্যাত্মিক জীবন পঙ্গু হয়ে উঠবে। সামাজিক প্রার্থনায় কোরানের বাক্য ব্যবহার করা যায়। কারণ, সমস্ত মুসলমান জগতের মিলন ক্ষেত্র হচ্ছে এই সামাজিক প্রার্থনা অর্থাৎ নামাজ। সামাজিক প্রার্থনাকে কখনও প্রকৃত প্রার্থনা বলা

www.pathagar.com

চলে না। ও যেন একটা কর্মশালার ভঙ্গি বজায় রাখা। অপ্রাসঙ্গিক কথায় কখনও প্রাণ ধর্ম রসে বিগলিত হয় না। প্রার্থনা জিনিসটা কখনও সকলের এক প্রকার হতে পারে না। কখন কখন সমবেত-ভাবে এবং কখন কখন স্বতন্ত্রভাবে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের স্বতন্ত্র-ভাবে প্রার্থনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রার্থনায় সঙ্গীত ও সুরযন্ত্র ব্যবহারের অর্থ অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নয় বা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি নয়। নামাজীরা বলেন—বেনামাজীর হাতে খেতে নাই। এ কথাটি খুব সত্য। বাস্তবিক যার জীবন প্রার্থনাশীল নয়, যার কর্মবহুল জীবনে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমের অভিব্যক্তি নাই,—যে জীবনে কাজে অন্তরে আল্লাহ্‌কে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করে না, জাগতিক সম্মান ও প্রতাপই যার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, সে জীবন নিশ্চয়ই অপবিত্র, তার স্পর্শিত খাদ্য খাওয়া মুসলমানের উচিত নয়। জীবনই তার বৃথা—যে ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে না—জীবনে নিত্য ঈশ্বরের অর্থহীন আশীর্বাদ লাভ করে একবারও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

প্রার্থনাশীল জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাব—ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসর্পণ, বিনয় এবং সকলের উপর দরদবোধ।

দরদ চিরসহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, ক্রোধবর্জিত। অভিশাপ করে না, গর্ব জানে না, বড়াই করে না, মিথ্যা কহে না, নিন্দা করে না, বঞ্চিত করে না, প্রতারণা করে না, দুঃখ দেয় না।

www.pathagar.com

আজগুবী গল্প

মুসলমান সমাজে আজগুবী গল্পের প্রভাব অতিরিক্ত বেশী। বুজরুকী, মিথ্যা কেরামতিতে বিশ্বাস—মূর্খ মুসলমান সমাজকে পতনের গভীর গুহায় নিয়েছে। আত্মা দলের পর দল মেলে স্বাভাবিকভাবে ঈশ্বরের পরিচয়ে সুরভিত, বিকশিত হয়ে উঠবে—এইটিই হচ্ছে স্বাভাবিক ও নিয়মসঙ্গত। তা তো নয়,—হঠাৎ একটা কেরামতি দেখে ইসলাম ধর্মে আসক্ত হবার অর্থ ভয় পেয়ে মুসলমান হওয়া—গুণমুগ্ধ হয়ে নয়।

আজগুবী গল্প রচনা করার ঝোঁক মুসলমান লোকদের মাঝে কেন বেড়েছিল তা বুঝা যায় না। খৃষ্টান সমাজে পাদ্রীরা কোন কোন সাধুর জীবন সম্বন্ধে সাধারণে ভক্তি বাড়াবার জন্য মিথ্যা গল্প যোজনা করতে উৎসাহ দিতেন—এমন শোনা যায়! মুসলমান সমাজে লেখকদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল বলে মনে হয় না, অথচ তারা অসম্ভব মিথ্যা কথা মুসলমান সাধুদের জীবনে যোজনা করে ইসলাম ধর্মের গৌরব খর্ব করেছেন। হযরতের জন্মবৃত্তান্ত যে-সব পুস্তকে লেখা হয়েছে তাতে এবং মুসলিম তাপসদের জীবনী পুস্তকে এই শ্রেণীর মিথ্যা অলীক গল্পের অবতারণা দেখা যায়। হযরত মরা মানুষকে জীবন দিয়েছেন, ইতিহাসে তার কোন প্রমাণ নাই,—আমরা এরূপ কথা বিশ্বাস করি না। তাঁর শিষ্যেরা মৃতকে জীবিত করেছেন, লোহাকে সোনা করেছেন, তাল গাছে কাঁঠাল তৈরী করেছেন,—পাথরে চড়ে নদী পার হয়েছেন, স্রোতের উপর বসে নামাজ পড়েছেন,—এরূপ অসংখ্য মিথ্যা গল্প দেখতে পাওয়া যায়। মাটি, বৃক্ষ, শুকনা গাছের ডাল প্রথম কলেমা (বিশ্বাস মন্ত্র) পাঠ করে ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছে—এমন গল্পও শোনা যায়। এই সমস্ত মূর্খ মোল্লা-মৌলবী টিকি মার্কা টুপী নেড়ে ভক্তির ভান করে, মিথ্যা কাঁদার ভান করে সভার মাঝে বলে থাকেন। প্রবীণ ব্যক্তিরা এই সমস্ত কথা বলে নিরক্ষর মুসলমানদের ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়াতে চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ এইসব গল্প শুনে বিশ্বাসের ভান করতে বাধ্য হয় মাত্র। বিশ্বাস ও ভক্তি

www.pathagar.com

এ দুটি স্বর্গীয় জিনিস—মানবাত্মার স্বাভাবিক ঘটনা। বল প্রয়োগে, ভয় দেখিয়ে হঠাৎ এ জিনিস তৈরী হয় না। আত্মা ক্রমানুগতিতে বিশ্বাসী হয় এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। এ কি চপেটাঘাত করে মুহূর্তের মাঝে সৃষ্টি করা যায়! একটা আজগুবী কাণ্ড করা আর আত্মাকে চপেটাঘাত করা এক কথা।

কখনও কখনও আশ্চর্য, অস্বাভাবিক ঘটনা বিশ্বাস করবে না। ধর্ম জীবনের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ নেই। ইশ্বরের কোন কাজ অস্বাভাবিক এবং অকস্মাৎ হয় না—সৃষ্টির বহু পূর্বে তার প্রকাশের আয়োজন চলতে থাকে। কখনও আম গাছে কাঁঠাল হয় না—ইহা মিথ্যা কথা। এমন কাজ কোন সাধুর দ্বারা হয়েছে, এ কথা বললেও পাপ হয়। মেসমেরিজম্ বলে এক রকম বিদ্যা আছে, তাতে মানুষ অন্যের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অনেক ভুল জিনিস দেখে, কিন্তু এর সঙ্গে তো মানুষের ধর্ম জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই।

এমন একটা সময় এসেছে যে পুরাতন শ্রেণীর ভ্রান্ত মোল্লা-মৌলভীকে ধর্মমন্দিরে আর প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। নব আলোকপ্রাপ্ত, সংস্কৃতিতে অভ্রান্ত বিশ্বাস যারা পোষণ করেন, তাদের প্রার্থনায় অগ্রগামী করা উচিত। তারা বাড়ীতে বাড়ীতে হযরতের জীবনী পাঠের উৎসব—ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা পাঠ করে হযরতের বাণীর ব্যাখ্যার বর্ণনা দিয়ে জনসাধারণকে ধর্মজীবনে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করবেন।

মুসলিম জগতে হযরতের জীবনী পাঠ মুসলিম গার্হস্থ্য জীবনের একটা মস্ত বড় উৎসব। এ উৎসব মোল্লাদের দৌরাত্ম্যে একেবারে মাটি হয়ে যাচ্ছে। এদিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহৎ ব্যক্তিদের অগ্রণী হওয়া উচিত। বাংলাদেশে কিন্তু যারা অশিক্ষিত, অপদার্থ ভিক্ষুক তারাই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে কর্মকর্তা হয়ে ওঠে। পরবর্তী মুসলমান সাধুদের জীবনের সঙ্গে অল্প শিক্ষিত মিথ্যাবাদী ভক্তদের দ্বারা এমন সমস্ত অসম্ভব গল্প রচিত হয়েছে, যে সব গল্পের ঘটনা হযরত রসুলে করিমের জীবনে সম্ভব হয় নাই। কেরামতীতে গুরুর চাইতে শিষ্যরা দুই-চার সিঁড়ি উপরে উঠেছেন। গল্প রচয়িতাদের এমনই কলমে জোর আর ছাপাখানার প্রাদুর্ভাব ফল!!

www.pathagar.com

ধর্মের জীবিত উৎস

মানব হৃদয়ে স্বাভাবিক ধর্মের উৎস আছে। কোন বাঁধাধরা পথ তার জন্য নির্দেশ করা চলে না।—কালধর্মে নিত্য নব নব সমস্যা তার জীবন সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন সে কোন গ্রন্থের বাণীর অপেক্ষা করে না।—আপন জীবিত আত্মার আসনে জীবিত ঈশ্বরের বাক্য সে শুনে এবং কাজ করে। হৃদয় আসনে জীবিত ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা, সত্যের আত্মা, প্রজ্ঞার বাণী মেনে চলাই তার ধর্ম। যে আত্মায় ঈশ্বর বাক্য অনুভব করে না—কোন ধর্মগ্রন্থ তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ জন্য প্রত্যেক ধার্মিক মানুষকে পবিত্র আত্মায় বিশ্বাসী হতে হবে।

পবিত্র সত্যের আত্মা মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আল্লাহ্‌ স্বয়ং মুমীনের আত্মায় আসন গ্রহণ করেন। আত্মায় আল্লাহ্‌র সত্তা অনুভব এবং তার বাণী শ্রবণ করা ভাববাদী পয়গম্বরদের কার্য্য। যে মানুষ অপবিত্র চিত্ত, মিথ্যাবাদী, সে কখনও প্রাণে ঈশ্বরবাক্য শ্রবণ করে না। নিষ্কলঙ্ক, সত্যবান, বিনয়ী, প্রেমিক, দরদী, ক্ষমাশীল, আত্মশ্লাঘাবর্জিত, বৈধ অন্নভোজী মহৎ-ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরাই হৃদয়ে ঈশ্বরবাক্য শ্রবণ করেন এবং সেই বাক্যমত কাজ করেন।

প্রার্থনা ব্যতীত কখনও মনুষ্যচিত্তে ঈশ্বরের আসন অধিষ্ঠিত হয় না—দুরাত্মা লোকদের সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলেন না।

হৃদয়ে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা এবং জীবনে তাঁর উপদেশ মত কাজ করাই তোমার ধর্ম। প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তোমার কাজের কথা তত ভাববে না। নিজের কাজে নিজে মিথ্যা হবে না, তা হলেই যথেষ্ট হলো।

লোকে বলে—কে ধার্মিক, কে অধার্মিক, কে মনোনীত, কে অমনোনীত তা কেউ জানে না। কথাটি অনেকাংশে ঠিক। জীবনের কাজ দেখে সব সময় বুঝতে পারা যায় না। লোকটি নিরপরাধ কিংবা ঈশ্বরের কাছে অপরাধী—প্রভুই জানেন, কে সাধু এবং কে অসাধু।

www.pathagar.com

মানব জাতির একটি সাধারণ ধর্ম আছে। ধর্মের উদার ক্ষেত্রে সকল মানুষই সমান। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী গোপনে যদি ব্যাভিচার করে, মরণের পূর্বে একটি বা'রও কি সে আত্মপাপ অনুভব করে না? যদিও সে জীবনে মানুষের অফুরন্ত ভক্তি লাভ করেছে। সবাই অন্তরে জানে সে নিজে ভাল কি মন্দ—যদিও মানুষ মুখে বড়াই করতে ত্রুটি করে না। মুসলমান, হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান, পারসীক, বৌদ্ধ সকল জাতির মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে আপন আপন চিত্তে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে। জীবনকে বেদনা দেওয়া, নারীকে দুঃখ দেওয়া, পরের ধন অপহরণ করা, মিথ্যা বলা, ছলনা করা, ব্যভিচারের পাপে লিপ্ত হওয়াকে কোন্ ধর্মে ভাল কাজ বলে জানে? অথচ সকল ধর্মের অধিকাংশ লোক এই সমস্ত পাপ কাজ করে। জীবনে ভালবাসা, পরোপকার, মানব-দুঃখে সহানুভূতি, সতীত্ব, ক্ষমাশীল, দরদ, বিনয় —কে না শ্রদ্ধার চোখে দেখে! মানব ধর্মের কোন ধার ধারে না—মারামারি করে ধর্মের নাম নিয়ে। পাষণ্ড যারা তারা ধর্মের নামেই বড়াই করে বেশী। যদিও তাদের জীবনে ঈশ্বরের কোন আসন নাই।

'জীব মাত্রেই শীব' এ কথা হিন্দুরা মানে? মুসলমান শাস্ত্রে নামাজের প্রতি জনসাধারণকে এত কঠিনভাবে ভক্তিমান হতে আদেশ করা হয়েছে, নামাজ পালন করতে এতবার অনুজ্ঞা করা হয়েছে নামাজ ত্যাগ করলে এত ভয়ানক শাস্তির ভয় দেখান হয়েছে —মুসলমান জাতি সব ভুলে নামাজই সর্বাগ্রে পালন করতে অগ্রসর হয়,—নামাজ ছাড়া আর কোন কর্তব্যের কথা তাদের মনে আগে আসে না। নামাজ পড়া তাদের জীবনের বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কোন দায়িত্ব তারা ভাল করে অনুভব করে না। বুঝে হোক, না বুঝে হোক নামাজ পড়তে হবে। যে সব ঈশ্বরবাক্য তারা পাঠ করে সেই বাক্যের মর্ম গ্রহণ—তদনুসারে জীবন গঠন করা বিশেষ আবশ্যক বোধ করে না। কোন রকমে আবৃত্তি করে নামাজ পড়তে পারলেই তারা মনে করে, ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা পালন করা হলো, তারা ইসলাম ধর্ম পালন করলো। নামাজের জন্য এই অতিরিক্ত ভীতি প্রদর্শন মুসলমান সমাজের ধর্মজীবনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। তার আধ্যাত্মিক জীবন চূর্ণ হয়ে গেছে। নামাজকে ছেড়ে ধর্ম সম্বন্ধে

www.pathagar.com

স্বাধীনভাবে কিছু ভাবতে তারা মোটেই সাহস পায় না। নামাজ-রোজা হয়ে পড়েছে তার কাছে দুই সশরীরী দেবতা। সে এইভাবে প্রাণে মূর্তিহীন প্রতিমা পূজা শুরু করেছে। সে ঈশ্বরকেও চেনে না—শুধু নামাজ পড়ে। তার বিশ্বাস, নামাজ ত্যাগই সকল পাপের বড় পাপ। কিন্তু তা তো নয়। অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকা, ক্রূরতা, মিথ্যা কথন, দয়াশূন্যতা, ছলনা, প্রতারণাই বড় পাপ—কিন্তু সে তা বিশ্বাস করে না, এই অবিশ্বাসই তার পতনের কারণ। এই জন্যেই তার জীবন মানুষের কাছে এত দুঃসহ। নামাজ অর্থাৎ প্রার্থনা দুই-এক বার ত্যাগ করলে তেমন ক্ষতি হয় না। আসল ধর্ম ঠিক রাখা চাই।

www.pathagar.com

ধর্ম কি চোখে দেখলাম

একদিন আষাঢ়ে বৃষ্টি এবং শীতল বাতাসের মাঝে একটি দরিদ্র শিশুকে খালি গায়ে খালি পায়ে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় আমার পার্শ্ব দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। সেই দিন ধর্ম কি তা চোখে দেখেছিলাম।

মনুষ্য শিশুকে মানুষ করে তোলা—ইহাই ধর্ম। তাকে বস্ত্র দাও, তার জন্যে স্কুল তৈরী করে দাও—এ জন্য তোমরা অর্থ দান কর। মনুষ্য শিশুর সেবা কর। নামাজ পড়লেই কি স্বর্গে যাওয়া যায়? নামাজ পড়ার মধ্যে ধর্ম নাই। যুদ্ধের পূর্বে কি বাদ্য এবং যুদ্ধসঙ্গীত গায় না? তাতে সৈন্যদের বুকে উৎসাহ আসে। গান আর বাদ্যই যুদ্ধ নয়। গানে যুদ্ধ জয় হয় না। ধর্ম জীবনের সংগীত, নামাজে ধর্ম পালন হয় না। ওর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব ধর্ম সাধনের জন্য তৈরী হয় মাত্র। ধর্ম পড়ে আছে জীবনের ক্ষেত্রে, জগতের মাঝে —ধর্ম সেখানে, যেখানে শত কাজে মিথ্যাকে দমন করে, পরোপকারে, মানব কল্যাণে, বিশ্বের সেবায়, লোভকে জয় করে। নিজেকে জয় করে পালন করতে হবে—কাজ করে ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। শুধু মুখে ঈশ্বর বাক্যের আবৃত্তি করলে কোন লাভ হবে না। ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে কি কথা বলেছেন ঃ

প্রাচীন কালে ঈশ্বর তাঁহার বন্ধু আব্রাহাম নবীকে মনুষ্য জাতির জন্য দশটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন ঃ

১। মনুষ্য হত্যা করো না।

২। মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না—অর্থাৎ মিথ্যা ঘটনা সত্য বলিয়া সমর্থন করিও না। অন্যায় পক্ষে কথা বলিও না।

৩। প্রতিবেশীকে প্রেম করিও। প্রতিবেশীর সহিত অসদ্ভাব করিয়া অপরের সহিত মিত্রতা করিও না।

৪। মিথ্যা কহিও না।

৫। কাহারও অনিষ্ট করিও না।

৬। ব্যভিচার করিও না।

৭। পরের কুৎসা রটনা করিও না।

www.pathagar.com

৮। পিতামাতাকে মান্য করিও।

৯। পরের দ্রব্যে লোভ করিও না।

১০। চুরি করিও না।

তোমরা কি মনে কর ঈশ্বরের এই আদেশগুলি বসে বসে শুধু পাঠ করলেই হবে, না আদেশ অনুসারে কাজ করতে হবে? কোরানে ঈশ্বরবাক্যগুলি শুধু পাঠ করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, না ঈশ্বরের আদেশের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে হবে? তবে কেমন করে বল নামাজেই সব—নামাজের দ্বারাই ধর্ম পালন হলো। এমন পাগল ভ্রান্ত জাতি তো কোন কালে দেখিনি। মুসলমান জাতি এত ভ্রান্ত কি-ভাবে হলেন? এমন কি শিক্ষিত লোককেও জীবনে সত্য সুন্দর হবার সাধনা করতে দেখি না। নামাজের আহবানে তারা ছুটে যান, কিন্তু একটা অন্যায় করতে তাদের লজ্জা হয় না। কোন মহৎ হিতানুষ্ঠানে তারা সেরূপ উৎসাহ দেখান না। সত্যকে মিথ্যা করেন, মিথ্যাকে সত্য করেন—কি ব্যাপার?

সমস্ত মুসলমান জাতির ভিতর এই ভ্রান্তি এসেছে। জীবনের কার্যে তাঁরা ধর্ম পালন করতে চান না—জীবনকে তাঁরা মিথ্যা অন্যায় সর্ববিধ পাপ থেকে রক্ষা করবার কোন চেষ্টা করেন না। কোন অন্যায় করবার আগে তাঁরা ভীত হন না—ভাবেন না, আমরা পাপ করছি, ঈশ্বরের আজ্ঞার অপমান করছি। দিনে দিনে মহৎ হতে মহ-ত্তর, সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে ঈশ্বরের যোগ্য হবার কোন চেষ্টা মুসলিম জীবনে নাই। 'আউজুবিল্লাহ' তাঁরা মুখে পাঠ করেন মাত্র। এই বাক্য অনুসারে শয়তানের প্রভাব হতে মুক্তি পাবার চেষ্টা তাঁরা বিশেষ দরকার মনে করবেন না। সুর করে প্রাতঃকালে বাক্যটি পড়লেই তাদের বিশ্বাস বহু পুণ্য সঞ্চিত হলো। হায় কি ভ্রান্তি!

এক হাজী সাহেব। তিনি হজ্জ করে ফিরে এলেন। সম্পত্তির যে-সব শরীক ছিল, তাঁরা তাঁকে বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানে সম্পত্তি পরিচালনার ভার তাঁর হস্তে সমর্পণ করলেন। তিনি গোপনে তহশীলদারের সঙ্গে যোগ করে, সম্পত্তির খাজনা আত্মসাৎ করতে লাগলেন, ফলে সম্পত্তির খাজনা বাকী পড়ায় সমস্ত বিক্রি হয়ে গেল। হাজী সাহেবের কত সম্মান ছিল, তিনি অন্ধকার থাকতে উঠে সুর করে প্রাতঃকালীন

www.pathagar.com

নামাজ পড়তেন এবং অনেক বেলা পর্যন্ত কোরান পাঠ করতেন। রোজার মাসে রোজা করতেন। তাঁর এই রোজা নামাজ ও কোরান পাঠ দ্বারা কি ধর্মের পুণ্য তিনি সঞ্চয় করেছিলেন? তাঁর মনে হয়ত একটা গোপন বিশ্বাস ছিল, আমি যতই অন্যায় করি, এই রোজা নামাজ এবং কোরান পাঠে সব কেটে যাবে। তা কি কাটে! মানুষ অনবরত দিনের মধ্যে পাঁচ বার ঈশ্বরবাক্য পাঠ করলে—পাপ করতে, অধর্ম করতে তারা ভীত হবে, তারা মানুষ হবে, জীবনে ধার্মিক হবে, এই জন্যেই রোজা নামাজের এত কঠোর ব্যবস্থা। কার্যের দ্বারা ধার্মিক হবে। নামাজ পড়ে মানুষ ধার্মিক হবে না। তছবীহ্ পাঠ, রোজা নামাজ করা দেখে মানুষকে ধার্মিক বলা যায় না।

জীবনের কার্যে সাধু হতে হবে। প্রতি দিনকার পাপ কার্যে যদি মানুষ ধর্মে পতিত না হয় তবে বেশ্যাখোরের রোজা নামাজ সিদ্ধ হবে না কেন? পাপ ও মিথ্যা জীবনের সঙ্গে রোজা নামাজ সিদ্ধ হয় না। জীবনকে সুন্দর ও সংস্কৃত করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর এবং সেই সঙ্গে বুঝে প্রার্থনা কর। সত্য জীবনের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় এবং প্রভু তার উত্তর দেন। চোর, বাটপাড়, ক্রূর, কুক্রিয়াসক্ত ও ঘুষখোর এবং লজ্জা ও অনুশোচনাশূন্য সৃষ্টির আবার নামাজ রোজা কি? একবার নামাজ ত্যাগ করলে পাপ হয় না,—একটা মিথ্যা বললেই, অন্যায় কাজ করলেই পাপ। এর বিপরীত বিশ্বাস মুসলমানেরা পোষণ করেন।

www.pathagar.com

পাপ, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

পাপ, মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার—এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই, ইহাই ধর্ম।

পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। ঈশ্বরের সৈনিক হও। —ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার কর।

হে ঈশ্বরের সন্তানেরা! তোমরা থাকতে ঈশ্বরের এই অপমান? দেখতে পাচ্ছ না, কেমনভাবে চারিদিকে পাপের আগুন জ্বলে উঠেছে। মানবাত্মা কিভাবে অহঙ্কারে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে? অত্যাচারে ব্যথিত নরনারী কিভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে?

কাতর ব্যথিতের ধ্বনি উঠেছে, সৈনিকেরা কি বসেই থাকবে?—প্রকাশ্য এবং গোপনে আপন আত্মার বিচারে সৎসুন্দর এবং নিষ্পাপ থাক—মানুষকে কোন মনে দুঃখ দিও না। তোমাদের জীবনের দ্বারা পৃথিবীর দুঃখ সৃষ্টি না হোক। এসব কথা কি আজ পর্যন্ত তোমরা শোন নি? তাহলে এখন শোন এবং গ্রাহ্য কর। এতদিন শুনেছ শুধু রোজা নামাজের কথা। এতদিন শুনেছ রোজা নামাজেই ধর্ম জীবনের কর্তব্য শেষ হবে। না, তা হবে না—কখনও হবে না।

ঈশ্বরকে প্রচার কর, অথবা যারা প্রচার করেন, অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য কর। ঈশ্বরের বাক্য সর্বত্র বহাল কর। যারা পাপী ও পাপিনী, যারা পতিত এবং পতিতা, তাদের রক্ষা কর—ইহাই তোমার ধর্ম! শুধু ভেড়ার মত পেট ভরে খেয়ে এশার (রাত্রির) নামাজ পড়ে শুয়ে থেকো না।

ঘুষ খেয়ো না—প্রবঞ্চনা করো না, মানুষকে গালি দিও না—মনুষ্য সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলো না। তাতে তোমার ধর্ম থাকবে না। তোমরা কি ইশ্বরকে ভয় করতে চাও না? এই ক্ষুদ্র জীবনে অনন্ত-কালের সুখ ভোগ করে নিতে চাও?—তোমরা তো আমার চাইতে ঈশ্বরকে অধিক বিশ্বাস কর—তবে কেন তাকে ভয় কর না।

জীবনে অন্যায় করো না। মনুষ্য নামের অপমান করো না। এই সামান্য কয়দিনের জন্য এত অত্যাচার করতে, এত অধর্ম করতে

www.pathagar.com

কি ভাবে সাহস কর? পোষাক পরলে, টুপি মাথায় দিলে কি ধর্ম রক্ষা হয়? আত্মার ধার্মিক হও।

মানুষের ক্ষুধা ও দৈন্যের মীমাংসা কর। তাকে আলো দাও, জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও। তাকে পশুর স্তর থেকে দেবতার স্তরে টেনে আন। ধর্মহীনদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। কারণ তারা ঈশ্বরের শত্রু—তথা মানুষের শত্রু।

দিকে দিকে বেদনার ধ্বনি—কে দুপুর রাতে রোজ কাঁদে? হে যুবকদের দল, তোমরা তার কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর কি তার বেদনা। তার পুত্র নাকি পীড়িত! চিকিৎসার খরচ নেই, পথ্যের পয়সা নেই, প্রদীপে তেল নেই। তোমরা সবাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তার ঝুলি ভরে দাও, এই ভাবে তার আশীর্বাদ গ্রহণ কর এবং ধর্ম অর্জন কর।

সে কি স্বামীহীন দুঃখী, অন্নহীনা? তোমরা সবাই মিলে তার দুঃখ দূর কর। এইভাবে তোমরা জীবন সার্থক কর। কোন অত্যাচারী কি তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিচ্ছে? তোমরা সবাই অত্যাচারীর বিষদন্ত ভেঙ্গে দাও এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ কর। গান শোন কিন্তু তার সুর কেমন করে তোমাদের আত্মার কাছে বেদনার ফরিয়াদ তোলে, তা কি শোন না? জেনে-শুনে যে অন্যায় করে, অপরকে অন্যায় করে বঞ্চিত করে, নিজের কোলের দিকে বড় মাছখানা টেনে আনে—সেই নর-পিশাচকে শূকর বলা যায়। তার মুখ দেখতে কত কুৎসিত? কুকুরের মতই তার মুখ। ঠিক সে-ই নরপিশাচ—যার ন্যায় বিচার নেই, যে কুকুরের ন্যায় নিজেই সব গ্রাস করতে চায়!

www.pathagar.com

পবিত্র আত্মা

পবিত্র আত্মা মানুষকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে। ন্যায়-অন্যায় কি তা বুঝিয়ে দেন। গুরুর মত অন্যায় কার্যে মানুষকে অন্তর হতে ভৎর্সনা করেন। যে পবিত্র আত্মাতে বিশ্বাসী নয়, সে মনুষ্য নামের যোগ্য নয়। পবিত্র আত্মার অবিশ্বাসী নরনারীকে ধর্মহীন বলা যায়। পবিত্র আত্মাকে কোরানে 'রুহে কুদ্দুস' বলা হয়েছে। মুসলমান সাধুরা অন্যত্র উহাকে 'মানবাত্মায় ঈশ্বরের আসন' এই নামে অভিহিত করেন।

পবিত্র আত্মা মানুষের বুকের ভিতর সদা বিরাজ করেন। মানুষ যে কথা বলে এবং যে কাজ করে, তার আগে সেই কাজ করা উচিত কিনা, এবং সেই কথা বলা ঠিক কিনা তা বলে দেন। যে পবিত্র আত্মার আদেশ পালন করে, তার অশেষ মঙ্গল হয়। সে ঈশ্বরের পথের সন্ধান পায়। পবিত্র আত্মা মানুষের পরম বন্ধু। পবিত্র আত্মার সহায় যে অনুভব করে না, তার কাছ থেকে কোন মঙ্গলের আশা করা যায় না। তার সংস্রব ও সহবাস অশেষ দুঃখের কারণ। ঈশ্বর মনুষ্য ভাষায় তাঁর ভক্তসঙ্গে কথা বলেন না। তাঁর বাক্য পরম সত্যনিষ্ঠ ভক্ত আপন পবিত্র আত্মায় অনুভব করেন এবং তিনি সেই প্রভুর বাক্য মানবীয় জনসমাজে প্রচার করেন। যে মানুষের মধ্যে মিথ্যা আছে, ঈশ্বরের মহামহিমা ও মহাত্ম্যকে যে ভক্তি ও পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, সে ঈশ্বরের বাক্য বহন করবার যোগ্য নয়। সাধারণভাবে ধর্ম-পরায়ণ নরনারী মাত্রই আত্মায় সর্বদা ঈশ্বরের আদেশ লাভ করেন এবং তদনুসারে কার্য করেন। মোটামুটিভাবে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ আপন আপন বিবেকের আদেশকে ঈশ্বরের আদেশ বলে গ্রহণ করতে পারেন। বিবেকের বাণী পালন করতে অভ্যস্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে নির্ভুল পরম সত্য ঈশ্বর-বাণী আত্মায় প্রতিভাত হবে। ইহাই মানবাত্মার সম্পূর্ণ অবস্থা। ঈশ্বরবাণী রূপে কখনও কখনও শয়তান মনুষ্যকে ছলনা করে। একটু অসতর্ক হলে শয়তানের হাতে মানবাত্মার চরম দুর্গতি হবে। হয়ত ঈশ্বর-বাক্য পালনের ভ্রান্ত ধারণায় সে নরকের পথে যাত্রা করবে। ঈশ্বর

www.pathagar.com

বাক্য সর্বদা সাহসী, বিদ্যুতের মত, দিনের আলোর মত সত্য—সে ধ্বনিতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা সন্দেহ থাকে না। যথার্থ ভক্ত ঈশ্বর বাক্য গম্ভীর বজ্রনিনাদে আপন কর্ণে শ্রবণ করেন: অনন্ত সৃষ্টি জুড়ে সে বাণী ধ্বনিত হয়, যার কান আছে সেই শোনে।

তোমাদের কাছে অনুরোধ নিজের সত্তা অনুভব করতে শেখ, নিজেকে বোধ করতে শেখ, নিজেকে বিচার করতে শেখ। মৃত হয়ো না। মৃতের আবার ধর্ম কি? নারী হও, পুরুষ হও—স্বামী, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বন্ধু, পিতা-মাতা, সংসার, ধনসম্পত্তি হতে হাত তুলে, জায়নামাজে বসে নিজেকে চেন।

যদি প্রভুকে জীবনে না পাইয়া থাক, তবে জীবনে তোমার কিছুই পাওয়া হয় নাই। যার আত্মায় ঈশ্বর ধরা দিয়েছেন তার কোন জাতি-ভেদ নাই, ভক্তমাত্রেই এক জাতি। আনন্দকে বর্জন করে প্রভুর পরিচয় হয়ত সহ্য করতে পারবে না।

ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, সকল মানুষই বুঝতে পারে। তার মানে তার ভিতর ঈশ্বর আছেন। মানুষের কাছে কোন ধর্মগ্রন্থ না এলেও সে আপন আত্মায় তার প্রকৃত ধর্ম অনুভব করতে পারে। গায়ের জোরে অনেক সময় মানুষ অন্ধ হয়ে থাকে। বুঝেও বুঝে না। হিন্দু-মুসলমান বলে দায় দিলে কি হবে? যে পতিত, সে পতিত, যে দুষ্ট, সে দুষ্ট, যে অধার্মিক, সে অধার্মিক মুসলমান হলেও। হে মনুষ্য, তোমার গায়ের জোরে মন্দ কাজ করো না। তোমার ভিতরের প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর তিনি তোমার সম্বন্ধে কি বলেন। তোমরা যদি নীচ, মন্দ, অধার্মিক, শয়তান, হারামখোর ও অত্যাচারী হও, তবে নিজকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলে কি হবে?

www.pathagar.com

ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার

ভক্তের জন্য ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারই ধর্মকার্য। প্রত্যেক মুসলমান ঈশ্বরের সৈনিক। সে প্রভুর পতাকা বহন করবে এবং তার রাজ্য বিস্তার করবে।

ঈশ্বর রাজ্যের ভাব কি? ঈশ্বর রাজ্যে অশান্তি, দুঃখ এবং কোন শয়তানী ভাব কর্তৃত্ব করে না। ঈশ্বর রাজ্যের অর্থ স্বর্গ। এই জগৎকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে। ইহাই ধার্মিকের কাজ। এই জগৎ হবে পরম শান্তি ও আনন্দের স্থান। এখানে পাপ থাকবে না—দুঃখ দীর্ঘ-শ্বাস, নিরানন্দ, বেদনা, অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, অন্ধকার থাকবে না, ইহারই নাম ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন। জগৎ যতই পাপমুক্ত হবে, ঈশ্বরের রাজ্য ততই বিস্তার লাভ করবে, প্রভুর এই কার্যে জীবন দান কর—ইহারই নাম ঈশ্বরের নামে কোরবানী। হে প্রভুর সৈনিকেরা, এই জন্যই প্রভুর কাছে জীবন্ত প্রার্থনা করতে হবে। মৃতের ন্যায় মৃত প্রার্থনা করো না।

নারীর ক্রন্দন যেন আকাশকে ব্যথিত না করে। সাবধান! তাকে স্বামী, চক্ষু এবং স্বাধীনতা দাও। তার বংশ তুলে গালি দিও না। এতে ব্যভিচার হয়—মহাপাপ হয়।

ঈশ্বরের রাজ্য মধ্যে যার অন্তরে বেদনা জাগে না, পৃথিবীতে শয়তানের কর্তৃত্ব সম্মানে যার মন দুঃখিত হয় না—সে ঈশ্বরের কেউ নয়। সংগ্রাম অর্থ শরীরের বল, তরবারি, জ্ঞান, বক্তৃতা, সাহিত্য, উপন্যাস, কাব্য ও অভিনয় দ্বারা পাপের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, নর-নারীর প্রাণে ঘৃণা সৃষ্টি করা—কুৎসিতের বিরুদ্ধে মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলা। মানুষ সুন্দর, কল্যাণ সত্য এবং মঙ্গলের উপাশক হোক ইহাই ধর্ম।

প্রভুর অপমানে, সত্যের পরাজয়ে, শয়তানের প্রতাপে যদি প্রাণে বেদনার সঞ্চার না হয়—তোমার তীর্থ ভ্রমণ, নামাজ, কোরান পাঠ, কোরবানী কোন ধর্মক্রিয়ার ফল হবে না।

www.pathagar.com

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তার কর্ণকুহরে এই মহামন্ত্র দাও 'আল্লাহু আকবর'। আল্লাহ্ ই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যা সত্য ও ন্যায়, যা সুন্দর এবং মঙ্গল, তাই মুসলমানের একমাত্র আরাধনার বস্তু। জীবনে তার এক-মাত্র উপাস্য ন্যায় ও সত্য। যা উত্তম, সত্য মঙ্গল, শৃঙ্খলা, প্রেমময় শক্তি ভাব, সীমার অতীত মহাজীবন, পরম শান্ত, পরম আনন্দ তাই পূজিত। ঈশ্বর জগতের জীবন। শয়তান পরম দুঃখের সর্ববিধ পাপের অনুষ্ঠাতা। সে ঈশ্বরের রাজ্য ধ্বংস করে ঈশ্বরের প্রিয়তম সৃষ্টি মনুষ্য হৃদয়ে পাপের বিষ ঢালে, তাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করে সমস্ত দুঃখ ও নরকের পথে আহবান করে--প্রভুর রাজ্যে সর্বনাশ সাধন, তার সৃষ্টিকে ধ্বংস করাই তার কাজ। সে মানুষকে, মনুষ্য সমাজকে প্রতি মুহূর্তে কুমন্ত্রণা দিয়ে ভ্রান্ত করে। মনুষ্য মধ্যে যারা তার অনুগামী, কার্যে যারা তার ভক্ত, যারা কদাচারী, হীনচিত্ত, মূঢ়, মানুষকে যারা দুঃখ দেয়, মুখে আনুগত্য স্বীকার করলেও কার্যে যারা শয়তানকে সেজদা করে, সেইবিধর্মী দুরাচার মানুষের দল শয়তানেরই অনুচর। ধীবর যেমন মৎস্য ধরে ঈশ্বরের সৈনিকেরা, যাবতীয় বিশ্বাসীরা যারা ঈশ্বরের গৌরব করেন—তারা শয়তান ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে চিরজীবন যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে জয়ী হয়ে সৈনিকেরা প্রভুর শান্তির রাজ্য বিস্তার করেন। শয়তানের মাথা নত হোক। পরাজয়ের গ্লানিতে তার মুখ মলিন হোক। এস, আমরা প্রভুকে এবং তার রাজত্বে উল্লসিত হই এবং আনন্দ করি। প্রভুর জন্যে যুদ্ধে যদি আমরা মরি, সে আমাদের শহীদের মৃত্যু হবে। আমাদের যে সব ভ্রাতা এবং ভগ্নী শয়তান এবং তার সেনাপতি ও সেনাদলের কাছে বন্দী হয়েছেন, তাদের উদ্ধার করি। এই তো আমাদের কাজ—শয়তানের সঙ্গে ঈশ্বরের এবং তার সৈনিক-দের সন্ধি অসম্ভব।

www.pathagar.com

প্রভুর সংবাদ বহন

চল যারা পথহারা, পতিত, অশিক্ষিত, ঈশ্বরবর্জিত, পাপের অন্ধকারে ডুবে আছে, যেখানে আল্লাহ্‌র নাম কেউ লয় না—যেখানে আল্লাহ্‌র কথা কেউ ভাবে না—সেখানে যাই এবং আল্লাহ্‌র মহাবাণী শুনাই। আমি আল্লাহ্‌র কছম করে বলছি, ইহাই ধর্ম। ইহা ছাড়া কোন উচ্চতর ধর্ম নাই। শুধ রোজা, নামাজ, কোরবানী কোন ধর্ম নয়। —ওরে পাগল, ভ্রান্ত, কিভাবে জীবন নষ্ট করলে ?

নব যুগের, নব জাতির এই নূতন ধর্ম গ্রহণ কর। যদি গ্রহণ না কর তোমারই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আপন ধর্ম জীবনের সর্বনাশ সাধন করো না। পশুর ধর্ম পালন করো না। বর্বর, মূখের ধর্ম পালন করো না—মানুষের ধর্ম পালন কর।

সত্য ও সুন্দরের পূজারী হও। —সত্যের বাক্যের অন্ত নেই—প্রভুর বাক্য সত্যের বাক্যরূপে অনন্তকাল ধরে মানব জাতির কাছে থাকবে, সময় ও কালের উপযোগী হয়ে—তাকে অশ্রদ্ধা করো না—প্রভুর বাণী গ্রহণ কর।

প্রভু বলেছেন, পতিত, মূর্খ, অবোধ, পৌত্তলিক, জ্ঞানহীন, পথহারা, ধর্মহীন, পাপ ব্যবসায়িনী নারীকুল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত নর-নারীর কাছে যাও। তাদের ভিতরে যেয়ে নামাজ পড় এবং প্রভুর শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন কর - মনুষ্যকে সত্য ও সুন্দরের পূজারী হতে বল—তাদের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন কর, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার কর। পতিত মানুষের জন্য তুমি দায়ী।

বাংলার সহস্র সহস্র নারী বেশ্যাবৃত্তি করছে—এ মহাপাপ যে দেশে হচ্ছে—সেখানে কি আল্লাহ্‌র এবাদত সিদ্ধ হয় ? হায়! নারীর অনুষ্ঠিত এই পাপ ব্যবসা কি চোখে দেখা যায় বা কানে শোনা যায় ? এ যে একেবারে অসহ্য পাপ। এদের সাবধান করার জন্যে কি মুসলিম সন্তানদের কিছু করবার নেই ? নিশ্চয় আছে।

পতিত ভ্রান্ত মানুষ চন্দ্র, সূর্য, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি, বৃক্ষ, পাহাড় সর্প, বরাহকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করছে। এদের উদ্ধারের জন্য কি

www.pathagar.com

তোমার কিছু করবার নেই? দেশের শত শত মানুষ ধর্মহীন জীবন যাপন করছে, ঈশ্বরহীন জীবন কাটাচ্ছে—এদের কাছে কিছু বলবার নেই তোমাদের?

নিজের উন্নতির চেষ্টায় সারাজীবন ব্যয় করলে। নিজের পুত্রের জন্য টাকা রেখে যাচ্ছ। হয়ত ভবিষ্যতে তোমার টাকা তারা মদ খেয়ে উড়াবে। প্রভুর প্রচারের পথে তোমার অর্থ ব্যয় কর—এইভাবে তোমার সঞ্চিত ধন পবিত্র কর। হায়, জীবন শেষ হয়ে গেল, তবু ধর্ম কি তা বুঝতে পারলে না।

যাও, সর্বত্র—অন্ধকারে, অলিতে গলিতে প্রভুর আলো জ্বালো। —দিকে দিকে প্রভুর বাণী বহন কর।

হে সাহিত্যিক, হে কবি, হে লেখক, তোমাদের অমর লেখনীতে প্রভুর মহিমা ও আলো জ্বলে উঠুক। হে বক্তা প্রভুর বাণী তোমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক। পৃথিবীতে যতগুলি মসজিদ আছে, প্রত্যেক মসজিদ ঘরের এমাম যিনি—তিনি হবেন শিক্ষিত, সাধু, মসজিদের অন্তর্গত পল্লীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক ব্যক্তি। সেই পল্লীর সকল মানুষের ভার তার উপর দাও। তোমরা তার সাংসারিক অভাব পূর্ণ কর। প্রভুর প্রচার কার্যে তোমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু দান কর—প্রভুর পথে দান ব্যতীত তোমাদের নামাজ কখনও সিদ্ধ হবে না। প্রভুর বাণী প্রচারে, দরিদ্রদের সাহায্যে, শিক্ষা বিস্তারে, হাসপাতাল প্রভৃতি মহৎ প্রতিষ্ঠানে যে দান করা হয়, তা প্রভুর পথে দান। দানবর্জিত শুষ্ক রোজা নামাজের কোন মূল্য নাই। তা লবণহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় অপ্রিয়।

www.pathagar.com

আল্লাহর আদেশ, নরহত্যা করো না

শুধু কি না বুঝে নামাজ পড়লেই ধর্ম জীবনের কর্তব্য পালিত হলো ?—কি মিথ্যা বিশ্বাস ! না বুঝে নামাজের আবৃত্তি করেই আজ মুসলমানের ছুটি। এই অন্ধ নামাজ-রোজার সার্থকতা কোথায় ? ভুল বিশ্বাসই মুসলমান সমাজের পতন এবং সর্বনাশের একমাত্র কারণ। আল্লাহ্‌র আর কোন আদেশই তার পাষাণ, সংগ্রামহীন কর্মবিমুখ মনে সে অনুভব করে না। সে নামাজই পড়ে, কিন্তু সর্বপ্রকার কুকার্য করে —তার জীবন পশুর মত বিচারহীন, অতিশয় কুৎসিত—অতিশয় মন্দ।

খুন কারা করে ? প্রতিশোধ কারা নেয় ? ব্যভিচার কে করে ? মিথ্যা কথা কারা বলে ? অল্প ওজনে জিনিস কারা দেয় ? দোকানে রূঢ় কথা বলে ক্রেতাকে কারা অপমান করে ? নারীর সম্পত্তি কারা হরণ করে ? এতিমের সম্পত্তি কারা ভোগ করে ? যেখানে যেখানে ধর্ম-জীবনের পরীক্ষা, সেইখানে মুসলমান অপারগ, অসমর্থ এবং গোনাহ্‌-গার। কোরান, সূরা বকর ১৭৬ নং আয়াত (বাক্য) ঃ—'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করলে পুণ্য হয় না। যে কেউ ঈশ্বরের ও শেষ বিচারের দিনে, স্বর্গের দূতগণে, সমস্ত অবতীর্ণ ঐশ্বরিক গ্রন্থে এবং নবীগণে বিশ্বাসী (এই সবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করে) এবং তাঁর প্রেমে আত্মীয় ও অনাথদের (নিঃসহায়) ধন প্রদান করে, জাকাত দান করে—প্রতিজ্ঞা পালন করে, দারিদ্র্যে, পীড়ায় ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল হয়—তারা সত্য কথা বলিয়াছে—ঈশ্বরের ভক্ত বান্দা। আল্লাহতে যার বিশ্বাস নাই, তার আবার ধর্ম কি ? তার আবার জাতি কি ?—জিজ্ঞাসা করি, বুকে হাত রেখে বল, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস আছে কি ?—তার বিদ্যমানতায়, তার প্রেমে, তার ন্যায়বিচারে, তার প্রতাপ ও শক্তিতে, তার নৈকট্যে, তার সর্বব্যাপকতায়, বিশ্বাস আছে কি ?—একদিন তোমার কৃতকর্মের বিচার হবে, তার ফল তোমার ভোগ করতে হবে—এ বিশ্বাস আছে কি ?

তোমাকে 'কাফের' ছাড়া আর কি বলি ?—তুমিত ধর্মহীন গরু। তুমি ঈশ্বরের দূতগণের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর ? তুমি কি অনাথ, দরিদ্র, নিঃসহায়, পথিক ও ভিক্ষুককে প্রেম করে থাক ?

www.pathagar.com

আজকাল একদল লোক ধর্মপথের পথিক নয়, ভিক্ষার জন্যে পথিক বা মুসাফির। আল্লাহ্‌ এদেরকে পথিক বলেন নাই। আল্লাহ্‌র পথে যারা পর্যটক, তারাই মানুষের সাহায্য দাবী করতে পারে। অশিক্ষিত, অকর্মণ্য, আলস্যপরাণ ব্যক্তিরা কখনও আল্লাহ্‌র পথে পথিক নয়।

অনাথ যারা, নিঃসহায় যারা, তাদের কথা সমাজের একজনও ভাবে না। শুধু দালান দেওয়ার কথা, জমিদারী রক্ষার কথা, আপন পরিবারের সুখ-দুঃখের কথাই মানুষ বলে বলে শেষ করতে পারে না। আল্লাহ্‌র আদেশ মানুষের পালন করতে দেখি কৈ? সময়কালে একটু নামাজ পড়তে দেখি মাত্র। সাহেব বাকী সময় যেন রেগেই বসে থাকেন। কে কবে জাকাত দিয়ে থাকে?—আমি তো একজনকেও জাকাত দিতে দেখি না। মুসলমানকে আল্লাহ্‌র কোন আদেশই পালন করতে দেখি না। শুধু নামাজের আবৃত্তিতেই কোন কাজ হবে কি? তাও কেউ কেউ বৎসর শেষে একবার মাত্র পড়ে। আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রেরিত ধর্মগ্রন্থে কার বিশ্বাস আছে? কৈ এক কোরান ছাড়া কাউকে তো ইঞ্জিল (বাইবেল), জবুর, তওরাত পড়তে দেখি না। হযরত ঈসাকে তো অনেক মুসলমান গালি দেয়। কোরানে লেখা আছে—ইঞ্জিলে হেদায়েত ও জোতিঃ আছে। তার সন্ধান তো একজনকে করতে দেখি না। পাছে খ্রীষ্টান হয়ে যাই এই ভয়েই কি ইঞ্জিল পুস্তক পড়ে না? মুসলমানকে তো ঈসা ভক্ত খ্রীষ্টান হতেই হবে। নইলে মুসলমান হবে কি করে? সে নিজের কোরানই বুঝে না, পড়ে না—তাতে অন্য ধর্মগ্রন্থ, আল্লাহ্‌র কোন্ আদেশটি সে মানে? মুসলমান প্রতিজ্ঞা পালন করে কৈ? তার মত মিথ্যাবাদী আমি দেখি না।

দারিদ্যে তার ধৈর্য কৈ? একটু উপায়ের পথ পেলে সে দুই হাত দিয়ে লুট করতে থাকে। ক্ষমতা পেলে সে দরিদ্রের উপর জুলুম করে। বিশ্বাসঘাতকতা তার ধর্ম। দারিদ্র্যে সে ছলনা, প্রতারণা, মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সততা তার কাছে নাই।

আল্লাহ্‌র শত আদেশ সে অগ্রাহ্য করে। জীবনভর সে আল্লাহ্‌কে অগ্রাহ্য করে বুড়াকালে কিছুদিন নামাজ নামে অন্ধভাবে আবৃত্তি কর।

ইহকাল, পরকালে কোন্ মঙ্গল তার ভাগ্যে হওয়া সম্ভব? তোমরাই বিচার কর।

www.pathagar.com

সমাজের সঙ্গে জীবনকে সত্যময়, নিষ্পাপ, মধুর, ঐশ্বরিক গুণ-ভূষিত, নবী-পন্থী এবং সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। মানুষকে হত্যা করা দূরের কথা, মানব-হৃদয়ে বেদনা দেওয়া মহাপাপ। ঈশ্বরের হাতে প্রতিশোধ নেবার ভার দাও। তোমরা নিজেরা গোপনে মানুষকে হত্যা করো না। ধৈর্যশীল হও এবং প্রার্থনা কর।

আল্লাহ্‌র আদেশ, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। ভয়ে মিথ্যা পক্ষ সমর্থন করা মহাপাপ। খোদাকেই ভয় কর—ন্যায় পক্ষে কথা বল। বড় লোক বলে ভয়ে তার দিক হয়েই কথা বলো না—তাহলে তোমার ঈমানের কোন মূল্য থাকবে না।

প্রায়ই দেখা যায় মানুষ ক্ষতির ভয়ে, প্রাণের ভয়ে, সাংসারিক স্বার্থ নষ্ট হবার ভয়ে, ধনবানের পক্ষে কথা বলে। যথার্থ ধার্মিকের কাজ তা নয়। যা বিবেক, জ্ঞান ও ধর্মসঙ্গত, যা সত্য তা নির্ভীক-ভাবে প্রকাশ কর। অধার্মিকেরা আত্মীয় ও বলবানের দিকে টেনে কথা বলে। যেখানে সত্য লাঞ্ছিত হয়, বিচার অপমানিত হয়, সেখানে আল্লাহ্‌র অভিশাপ আসে। অন্ধের মত মৌখিক নামাজ পড়লে কাজ হবে না। কার্যে, কথায়, ব্যবহারে আল্লাহ্‌র মর্যাদা রক্ষা কর। যা আল্লাহ্, তাই সত্য, তাই ন্যায় তাই বিচার।

God is truth—Mahatma Gandhi. যার গায়ে বল আছে, তার প্রতাপ বেশী, যে অর্থশালী, তার পক্ষই মানুষ অবলম্বন করে। ঈশ্বরের পক্ষেই মানুষ অবলম্বন করে না। ন্যায় ও সত্যের পক্ষই ঈশ্বরের পক্ষ।

মানুষ মুখে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, কার্যতঃ সে শয়তানের পক্ষ অবলম্বন করে। তার প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে জীবনের ধর্মের সঙ্গতি নাই। এ চালাকি আল্লাহ্‌র কাছে ঢাকা থাকে না। আল্লাহ্ মৌখিক তোষামদ চান না। তিনি দেখতে চান তার বান্দা কাজে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করছে কিনা। স্বীকার করাই হচ্ছে প্রকৃত ঈশ্বরের সম্মান।

যে অন্যায় পক্ষ অবলম্বন করে, মিথ্যাকে সম্মান করে, সে কাফের। সে শয়তানের অনুচর। যায় যাবে যাক প্রাণ, তবুও সত্যকে সমর্থন করবো, এই হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাসী বা ঈমানদারের জীবন নীতি।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র আদেশ. মিথ্যা কহিও না

ধিক সেই কুকুরকে যে মিথ্যা কথা বলে। জান তো মিথ্যার দ্বারা কত দুঃখ সৃষ্টি হয়।

যে কুকুরের কথায় ঠিক নেই, যার প্রতিজ্ঞার ঠিক নেই, তার কোন ধর্ম নেই।

এক প্রবীণ সম্পাদকের কাছে দুই মাস হেঁটেছিলাম। তিনি প্রত্যেক বারেই বলতেন—আগামী সপ্তাহে আপনার পুস্তকের সমালোচনা বের হবে। তিনি মিথ্যা কথা বলতেন।

পণ্ডিত, বৃদ্ধ দেশনায়ক, শাসনকর্তা যে কেউ মিথ্যা বলুক, তাকে ভ্রান্ত বলা যায়। সে ব্যক্তি মনুষ্য সমাজের সম্মানের যোগ্য নয়। বাঙ্গালীর কথায় ঠিক নাই—মিথ্যা বলা তার স্বভাব—অথচ বলে আমরা সুসভ্য জাতি, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত দাবী, আমরা ধার্মিক। আমাদের ধর্মের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই। বাঙ্গালী যদি রাত্রি ৮টার কথা বলেন, তাতে পরদিন বেলা ৮টা বুঝায়। আমি মিথ্যাবাদীকে নীচ কুকুর বলি। জীবনে যারা সভ্যবান এবং সন্দর নয়—তাদের কোন ধর্ম নাই। আলী নামক এক কৃষক আবদুল নামক এক ভদ্রলোককে একদা লোকচক্ষুর অগোচরে গভীর রাত্রিতে পঞ্চাশটি টাকা কর্জ দেন। না দিলে ভদ্রলোকের বহু সহস্র টাকা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। আলী কাউকে স্বাক্ষী না করেই সেই নিশীথ রাত্রে ভদ্রলোককে পঞ্চাশ টাকা দিলেন। আলীর এই মহৎ কার্যের বিষয়—আর একটি লোক জানতেন, তিনি এক সাধু। এই ঘটনার পর ২/৩ বছর গেল। আলী আবদুলের কাছে সবিনয় আরজ করে বললো—টাকাগুলি ২/৩ মাসের মধ্যে ফেরৎ দিতে চেয়েছিলেন, তিন বছর হয়ে গেল, আমি এতদিন লজ্জায় চাইনি। আমার কষ্টার্জিত টাকা, আপনাকে কয়েকদিনের জন্য মাত্র দিয়েছিলাম। একেবারে দেই নাই। আবদুল বললেন—অপেক্ষা কর। এইভাবে আরও এক বছর গেল। সাধু এই ব্যবহারের কথা শুনে বললেন, আপনার এই মহত্ত্বের প্রতিদান! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অবশেষে আলীকে রাজদ্বারে অভিযোগ জানাতে হলো। একজন সাক্ষী না হলে আইনতঃ কিভাবে ডিক্রি হবে? তাই সেই সাধু বিচার-

www.pathagar.com

পতির সামনে যেয়ে বললেন—আমি আমার সম্মুখে টাকা দিতে দেখেছি। ফলে মোকদ্দমার ডিক্রি হলো। এই মিথ্যা কথায় দোষ হয় নাই। অক্ষর পালন ধর্ম নয়।

অনুতপ্ত—সাধু, মহৎ প্রকৃতির ফরাসী দস্যু জিন্ ভালজিনকে ইন্‌সপেক্‌টর জাভার্টি ধরতে গেলেন, তখন পথে জনৈকা সন্ন্যাসিনী উপবিষ্ট ছিলেন। রাক্ষস ইন্‌সপেক্‌টর জিজ্ঞাসা করলেন, মাতা, কোন লোক এই পথ দিয়ে গিয়েছেন? সন্ন্যাসিনী জানতেন, সেই পথ দিয়ে জিন্ ভালজিন ঘরে প্রবেশ করে লুকিয়ে আছেন। তথাপি ইন্‌সপেক্‌টরের অপমান হতে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য অম্লানভাবে কঠিন রূঢ় কণ্ঠে ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বললেন—না, এ পথ দিয়ে কেউ যায় নাই। জিন্ ভালজিন আল্লাহ্‌র কাছে বহু পূর্বে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মহাপুরুষ হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ধর্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ ফরাসী পুলিশ তাকে চির-জীবন দাগী করে রেখেছিল। যাই হোক সন্ন্যাসিনী মাতার এই মিথ্যা কথা—সত্য অপেক্ষায় মধুর, পুণ্যজনক এবং সুন্দর। তথাপি জীবনের কাজে মিথ্যা কথা পাপ। যে মিথ্যা বলে সে সমুদ্রে ভাসমান তৃণখণ্ডের মত—যে ভর সয় না, যার জীবনের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নাই। মিথ্যাকে আন্তরিক ঘৃণা করবে, এবং যে মিথ্যা বলে তাকেও আন্তরিক ঘৃণা করবে। জনৈক মৌলবী সাহেব সারারাত্রি নামাজ পড়তেন, অথচ বিচারালয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলতেন। জীবনে পরীক্ষায় যে জয়ী হয় না—তার নামাজের আবৃত্তি করে কি লাভ। অন্ধেরা বুঝে না মানুষ এবং খাঁটি মুসলমান হবার জন্য আল্লাহ্ নামাজ পড়বার আদেশ দিয়ে তাঁর বাণীগুলি দিনের মধ্যে পাঁচবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যাতে মানুষ সাবধান হয়—সতর্ক হয়। আল্লাহ্‌র আদেশগুলি সর্বদা চোখের সামনে দেখে মানুষ মনে করে—সত্যে লাভও নাই, বলও নাই। তাহলে আর কেন বল—আল্লাহু আকবর'। আর সেই মহাবাণী বলে মাটিতে মাথা রাখ। এ ভণ্ডামি কেন কর। আল্লাহ্ অর্থ সত্য হক, ন্যায়, বিচার, উত্তমতা। মুখে যা বল, কার্যে তার বিপরীত সাক্ষ্য দাও। তাহলে কি করে বলি তোমরা ঈমানদার, তোমরা মুসলমান?

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরেই তার কর্ণে 'আল্লাহু আকবর' এই মহাবাণীর ধ্বনি তোলা হয়। হায়, জীবনভরই সে কিন্তু এই মহাবাণীর অপমান করে। তার মুখের আর জীবনের কাজে সঙ্গতি কৈ?

www.pathagar.com

প্রতিবেশীকে প্রেম করিও

অল্লাহ্‌র আদেশ—প্রতিবেশীকে প্রেম করিও। কৈ আপন প্রতিবেশীর সঙ্গেই তো মুসলমানের বেশী বিরোধ। "আপন ভ্রাতার সঙ্গে প্রথমে সন্ধি কর, অতঃপর মসজিদ ঘরে এস।" মানুষ নিজ প্রতিবেশীকে ঘৃণা করে, ছোট মনে করে, অপমান করে—এই তো মুসলমান সমাজের আজ দৈনন্দিন কাজ!

যে ধার্মিক হতে চাও, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করতে চাও—সে প্রতিবেশীর সঙ্গে আত্মীয়তা কর। প্রতিবেশী আত্মীয়ের চাইতেও আপন। যে প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখে না—তার ঘরের পার্শ্বে চলাচল বন্ধ করবার জন্যে বেড়া তোলে—তার পক্ষে উচিত নয়, নামাজ ও কোরআন পাঠ করা। প্রতিবেশীর জন্য অন্তরে যার সত্যের আলো জ্বলে না—কলবে (হৃদয়ে) যে ঈশ্বরের বাণীর ধ্বনি শুনতে পায় না—তার আবার রোজা-নামাজ কি? তার আবার ধর্ম কি?

প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখ মিলিত কর। তার সহস্র অপরাধ ক্ষমা কর। তাকে আপন জন বলে গ্রহণ কর। তোমরা কি শহরবাসী সে প্রতিবেশীকে চেন না—যে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলে না? সে দস্যু, বিধর্মী এবং ব্যভিচারী, সে তোমার প্রতিবেশী হলেও তাকে বেগানা অর্থাৎ বিদেশী মনে করবে।

আল্লাহ্‌র আদেশ—কারো অনিষ্ট করো না। মানব জীবনের কাছে আল্লাহ্‌র এই-ই অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদেশ। যে ব্যক্তির দ্বারা মানুষ দুঃখ পায় না, সেই তো মানুষ, সেই তো ধার্মিক। ফকীররা পথের কাউকে বেদনা দেন না, আর তুমি নরাধম, গায়ের জোরে নিত্য মানুষকে কত দুঃখ দিচ্ছ! অপেক্ষা কর। আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমার চক্ষুকে অন্ধ করবে, তোমার বাহু শক্তিহীন হবে, তোমার পা অবশ হয়ে যাবে—তোমার নিকট-আত্মীয় বিনষ্ট হবে। হে অবোধ, সাবধান হও। আল্লাহ্‌র শাস্তি নিকটবর্তী।

আল্লাহ্‌র আদেশ—ব্যভিচার করো না।

হায় কি সর্বনাশের কথা! বাংলার পথ-ঘাট ব্যভিচারের পাপে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে—ব্যভিচারের উৎসব চলেছে। আল্লাহ্‌র গজব

www.pathagar.com

এসে বাংলাদেশ এবং পৃথিবীকে নিশ্চয় ধ্বংস করবে। কেন ব্যভিচার কর ? আল্লাহ্ কি তোমাদের বিবাহিত হতে নিষেধ করেছেন ? বাংলার ব্যভিচারের জন্য হিন্দু সমাজই দায়ী বেশী—হায় এ মহা পাপের ভার ধরণী সহ্য করতে পারে না। ওগো মা, ওগো জননী! তোমাদের পায়ে ধরি, ব্যভিচার করো না। যদি অন্নের কাঙ্গাল হয়ে বস্ত্রহীন হয়ে, আশ্রয়হীন হয়ে তোমরা ব্যভিচার করতে বাধ্য হয়ে থাক, তবে হে মুসলমান সমাজ, নামাজ বন্ধ করে ব্যভিচারিণী পাপ ব্যবসায়িনী নারী সমাজকে অন্নবস্ত্র এবং আশ্রয় দাও। এ পাপ যত দিন বন্ধ না হবে ততদিন তোমাদের নামাজ হবে না। কিছুতে না। মুসলমান তুমি কি মরে গিয়েছ ? তোমরা বেঁচে থাকতে আল্লাহ্র এত অপমান ? এ পাপ কি চোখে দেখা যায়! হায়! হায়! কি হলো! নারী-দেহের কি দুর্গতি!

হায়, বাংলার যুবক সমাজ, হে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ধনী, তোমরা ব্যভিচারের পাপকে প্রশ্রয় দিও না! এর মত মহাপাপ আর নাই। এর ফল ইহকালেও অতি সাংঘাতিক।

ওগো! বাংলার পিতা-মাতা, তোমরা আপন আপন কন্যাকে শিক্ষিতা কর, তা হলে এ মহাপাপ নারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হবে না। তোমরা বিধবাকে ঘরে রেখ না—তাদের বিবাহিত করাও।

বেশ্যাকে বল, সে যেন তার মহাপাপের জীবন ছেড়ে দেয়!—সে জীবিকার জন্য অন্য কোন ব্যবসা করুক। দোকান দিক। এমন কু-কার্য কি মানুষে করে ? এমন ঘৃণিত কাজ কি নারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে ? অভাবে দুর্গতিতে, সমাজ তাড়িয়া হয়ে নারীকে যেন বেশ্যাবৃত্তি না করতে হয়—তাহলে দেশের সকল লোককেই এ মহাপাপের অংশ গ্রহণ করতে হবে। হে দেশের সাহিত্যিকগণ, হে সমাজ সংস্কারক, হে দেশ-সেবক, হে সম্পাদক, তোমরা দেশে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তোমাদের আপন আপন শক্তি প্রয়োগ কর। এই কাজের জন্য একদল নারী মুক্তিসেনা প্রয়োজন। পতিত নারী বিষ এবং আগুনস্বরূপ—ওদের কাছে পুরুষ মানুষের যেতে নেই। গেলেই কলঙ্কিত হবে, পা ফস্‌কে যাবে—। কাজ করবার—ওদের বাঁচবার শক্তি থাকবে না। নিজেরাই পতিত হবে।

www.pathagar.com

পাপের চিত্র দেখতে হলে, বেশ্যাদের কাছে যেও—এ মহাপাপ ক্ষেত্র, এমন মহাশ্মশান আর নাই।

আল্লাহ্‌র আদেশ—পরের কুৎসা-রটনা করো না।

পরের নিন্দা করবার কি উৎকট ইচ্ছা সকলের! নিজের মধ্যে কত গলদ, কত পাপ, সেদিকে একটি লোকও তাকায় না, শুধু পরের কথাই বলে।

যে যত ছোট সে তত পরের দোষ দেখে। নিজের দোষ-ত্রুটির কথা ভাবলে, সারা জীবন কেটে যায়। তুমি আবার অপরের ত্রুটি আলোচনা করছো? আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, কোন্ সাহসে তা কর? আবার নামাজ পড়? শুধু নামাজই কি আল্লাহ্‌র আদেশ? আর যে আল্লহ্‌র শত আদেশ উপেক্ষা করছ—সে দিকে লক্ষ্য নাই। নামাজ পড়লে চোখে দেখা যায়, তাই মানুষ সুখী হয়। আর যে সব পাপ গোপনে করা হয়, তা তো দেখা যায় না, তাই মানুষ বিরক্ত হয় না। মানুষ যে দিনের মধ্যে উঠতে বসতে কত পাপ করে, আল্লাহ্‌কে কত রকমে অপমান করে, তাঁর কত আদেশ অগ্রাহ্য করে—তা ধরে দেখতে গেলে, মনে হয়, মানুষ শয়তানের অনুচর, আল্লাহ্‌র দাস নয়। দাসের কি এই কাজ? দাস কি কখনও প্রভুর আদেশ অমান্য করে? আল্লাহ্‌কে এইভাবে তোমরা অপমান কর, তবু তিনি তোমাদের কত দয়া করেন। সারা জীবন ভরে তিনি তোমাদের অনুতাপের জন্য অপেক্ষা করেন। জীবন শেষ হয়ে যায়, তবু তোমরা সজাগ হও না।

আল্লাহ্‌র আদেশ—পিতা-মাতাকে অমান্য করো না। অনেক মানুষকে দেখা যায়, জুম্মার নামাজ পড়তে চলেছে, অথচ ঘরে মা কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে কোন্ ফাঁকে মরে আছেন, সে খবর রাখে না—মাকে যত্ন করা তো দূরের কথা। এই তো মানুষের নামাজ।

ছেলে সেয়ানা হয়েছে। বাপ-মা কি অবস্থায় থাকেন, কি খান সে সংবাদ কে রাখে? সেই বুড়াবুড়ী শেষকালে সংসারে দয়ার পাত্র-পাত্রী।

আল্লাহ্‌র আদেশ—পরের দ্রব্য লোভ করো না। পরের দ্রব্যে তো লোভ লেগেই আছে—পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার দুর্নিবার ইচ্ছা সব হাজী, সব নামাজীর আছে। কে কবে আপন বোনের

www.pathagar.com

সম্পত্তি তাকে দিয়ে থাকে ? এ সব আগুন খেয়ে নামাজ পড়লে, নামাজ হবে না। মৃত ভ্রাতার নাবালক সন্তানগণকে বঞ্চিত করে, বিধবা পত্নীকে বঞ্চিত করে তাদের সম্পত্তি নিজে ভোগ করবার কি লোভ তোমার !

কেউ যদি কিছু গচ্ছিত রাখে, তাও ভোগ না করতে পারলে, মোটেই ভাল লাগে না।

পরের দ্রব্যকে হারাম ভাব। তোমার উপর কেউ সম্পত্তি পরিচালন ভার দিলেন। তুমি ধীরে ধীরে তার অজ্ঞাতসারে একে একে সব গ্রাস করতে থাকলে। তোমার নামাজ-রোজার কামাই নাই। ধর্ম খুবই ঠিক রাখছ বটে। ভাবছো আল্লাহ কিছুই বুঝতে পারছেন না। তোমার লম্বা কুর্তা দিয়ে মানুষকে ঠকাচ্ছ—আল্লাহ্‌কে ঠকাতে পারবে না।

আল্লাহ্‌র আদেশ—চুরি করো না।

জনৈক পদস্থ রাজপুরুষ গোপনে রাত্রে ঘুষ আদায় করতেন—শুক্রবারে বাচ্চাহারা গাভীর মত মসজিদ ঘরে দৌড়ে যেতেন। এ তো চমৎকার নামাজ ! নামাজে ত্রুটি হয় না—কিন্তু ঘুষ গ্রহণ, প্রতারণা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, এসব লেগেই আছে। বোধ হয় বণিকের খাতার মত জমা-ওয়াসীল হয়ে পুণ্যের ভারই বেশী হবে। আর সেই পুণ্যবলে বেহেস্তে লেজ দোলাতে দোলাতে উপস্থিত হবে।

এই যে নামাজ—আমার মনে হয় এও অর্থ উপার্জনের একটি পন্থা। ধার্মিক বলে সমাজে নাম থাকলে, অর্থ উপার্জনের কোন বিঘ্ন হবে না। এই হচ্ছে ধারণা।

www.pathagar.com

অন্নদান ও দুঃখের উপশম চেষ্টা

মানুষকে অন্ন দেবার মত মহাধর্ম আর নাই। ভরা পেটে খাবার দান করা এমন কিছু নয়, কিন্তু জগতে তাই হয়। বাইরে রাস্তায় পড়ে মানুষ এক মুঠো অন্নের জন্য কাতর চীৎকার জানাচ্ছে ভিতরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি জোড়হস্ত হয়ে ক্ষমা চাইলেও তাকে আরো খেতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, বড়লোক এদের প্রীতিভোজ দিতে নিষেধ করি না—কারণ এরও একটা আবশ্যকতা আছে। যার আছে তারও তো ক্ষুধা লাগে। আনন্দ তার জন্যেও দরকার। অন্নহীন দরিদ্রের কথা একেবারে ভুলে যেও না। তোমরা বড়লোকের সন্তান—ঘরে অন্নের অভাব নেই। কিন্তু রোজার মাসে আল্লাহ্ তোমাদের অন্নহীন উপবাসীর বেদনা বুঝবার সুবিধা করে দিয়েছেন—সেই ব্যথা ভেবে দরিদ্রের কথা চিন্তা কর। প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে পেট ভরে খেয়ে শুয়ে থেকো না—তার মত পাপ আর নাই।

দেশের অন্নহীনদের অর্থ উপার্জনের সুবিধা করে দেওয়া মহৎ লোকের কাজ—দেশসেবকের কাজ, পুণ্যবানের কাজ। শুধু শুক্রবারে সমবেত উপাসনা করলে উপাসনা সিদ্ধ হবে না—ওরে অবোধ!

শুধু অক্ষর পালন করলে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন হবে না। সমবেত হও সবাই, দেশের জনহিতে কাজ কর, মানুষের ক্ষুধার স্থায়ী মীমাংসা কর—ভিক্ষা দিয়ে ক'টা লোককে ক'দিন বাঁচান যায়। তথাপি ভিক্ষা দাও—দান কর, দান ব্যতীত নামাজ সিদ্ধ হয় না। দেশের লোকের বেদনার চীৎকার শোন না? ওরে অবোধ! এই কি তোমার প্রাণের দরদের পরিচয়! দরদ ছাড়া কি স্বর্গের যোগ্য হওয়া যায়? দরদ চাই, প্রেম চাই।

যদি জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, ফকিরীতে আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে পার, তবু তোমার কোন মূল্য হবে না, যদি না তোমার প্রাণে প্রেম, দরদ, আদর মহব্বত থাকে। প্রেম করতে শেখ, অহঙ্কার ত্যাগ কর—মানুষকে, আপন ভ্রাতাকে দরদের দাবী হতে বঞ্চিত করো না। ওরে পশু! ভ্রাতাকে বঞ্চিত করে মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছ? পশুতেও তো গোয়াল ঘরে তার বন্ধুর অঙ্গ চাটে। তুমি মানুষের বেদনাচীৎকার

www.pathagar.com

শুনে কি ঘরের দরজা দিয়ে শুলে? হায়, মানুষের কি হলো? মানুষ ঈশ্বরের সন্তান হয়ে কি এত নিষ্ঠুর হলো। পিতার মৃত্যুতে ফাতেহা উপলক্ষে বৃথাই ৫০০ টাকা ব্যয় করলে? যে মানুষ জীবনে ধর্ম করে নাই, পয়সা দান করে নাই, মরণের পর তার দান আর একজন করলে কি হবে? জীবিতের জন্য ধর্ম। মৃতের জন্য নয়। জীবনে বেঁচে থাকতেই ধর্ম করে যাও। দেশের আর্ত পীড়িতের জন্য ফাতেহার পরিবর্তে বরং হাসপাতাল স্থাপন কর। এতে মানুষের কত মঙ্গল হয় তা কি একটু বুঝতে পার না? এমন পাগল কোথায় আছে—যে আপন মঙ্গল, জাতির মঙ্গল ভাল বুঝে না। দেশের সর্বত্র শিশুদের জন্যে, পীড়িত প্রসূতির জন্যে বৃদ্ধের জন্যে হাসপাতাল স্থাপন কর এবং মানুষকে বাঁচাও। এর মত ধর্ম আর কি আছে? এই দুঃখের দেশে, এই দরিদ্রের দেশে কি মান করা সাজে? অর্থশালী হও, অর্থ উপার্জন কর—সেই অর্থ দিয়ে পীড়িত দুঃখীর সেবা কর। মাঠে পরিশ্রম কর, ঘর ধানে অন্নে ভরে উঠুক। মানুষকে অন্নদান কর। অন্নদানের মত পুণ্য কি আর আছে! বাড়ীতে অতিথি এলে যে অন্য বাড়ী দেখিয়ে দেয়, ধিক্ তাকে! মানুষকে, অতিথিকে, প্রতিবেশীকে অন্ন দাও—তারা পেট ভরে খাক এবং দোয়া করুক। কৃষি কর,—এবং প্রচুর ধান গোলা ভর্তি করে তোল। ধান কখনও সুদে করে লাগাতে নাই। দানের জন্যেই অন্ন। মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই তাকে অন্ন গ্রহণ করতে বল—এরই নাম প্রেম ও ভালবাসা। যাবৎ না মানুষকে আপনার ভাই বলে ভালবাসতে পার, তাবৎ স্বর্গের যোগ্য তোমরা হবে না। দরিদ্র মানুষের সঙ্গে টাকার হিসাব করো না। অফুরন্ত উপার্জন কর এবং রোগ্য ব্যক্তিকে দান কর। তোমার গ্রামের নিঃসহায় বিধবা পীড়িতেরা যেন অভুক্ত এবং বেদনা ব্যথিত না থাকে।

মানুষকে গোপনে দান কর যেন তোমার দানশীলতার পরিচয় কেউ না পায়।

দানে যার হস্ত পবিত্র হয় না, সে যেন অজু করে নামাজ না পড়ে।

যে বাহুল্য ব্যয় করে, যার নিজেরই বিলাস আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, সে ক্ষুধিত, মরণ মূর্ছিতকে কি দেবে? সেই নিষ্ঠুর আপন সুখ-চিন্তায় ব্যস্ত—ব্যথিতের বেদনা—চীৎকার তার কানে কি পৌঁছাবে?

www.pathagar.com

Lay by something in youth, so that you may not sharve in old age.

মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম যা তাই বড় ধর্ম। মানব-সমাজে থেকে নিত্য মানুষ যা করবে, মানুষ মানুষের সঙ্গে যে-ভাবে নিত্য ব্যবহার করবে, তারই আদর্শ এ ধর্ম জীবনে দেওয়া হয়েছে। কোন গুপ্ত মন্ত্র, কোন তত্ত্ব এখানে প্রচার করা হচ্ছে না। আম গাছে কাঁঠাল তৈরী করা, পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, মরা মানুষ বাঁচান—এসব জগতে হয় না? ওসব কথা সত্য হলেও বা শুনতে ভাল শোনা গেলেও ধার্মিকের কাজ নয়। ঈমানের বলে মরা মানুষকে জীবিত করা যায় —এসব বিশ্বাস বর্তমানে না করাই উচিত।

"কাল কি খাবে, তার চিন্তা আর করো না—
কালকার জন্য কালকার চিন্তাই যথেষ্ট।"

যে জাতির পুরোহিত এই বাণী প্রচার করেছেন, তার শিষ্যেরা কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করে বসে আছেন। রিক্তহস্ত হওয়া তাঁরা পাপ ও মূর্খতা মনে করেন। এই বাণী যতই মহৎ হোক কার্যতঃ মানুষের অভাব সঞ্চয় ব্যতীত, নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত অতি কঠিনভাবে পূরণ হয়—একরকম হয় না। অভাবে, দুঃখে, দারিদ্র্যে মানুষ মরে যায় অথবাচির অবহেলিত হয়ে শৃগাল-কুকুরের মত জগতে বাঁচে। এই অভাব পূরণ করা পূর্ব হতে সতর্ক হওয়া, বুদ্ধি করে পূর্ব হতে বিপদের দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখাই ধর্ম করা—অভাবের দিনে আল্লাহ্ই পূরণ করবেন; এ বিশ্বাস পোষণ করা ধার্মিকের কাজ নয়—এই বিশ্বাস মূর্খরাই পোষণ করে। সন্তান হবার আগে, মায়ের স্তন দুগ্ধ ভর্তি হয় এ কি দেখ না! —পূর্ব হতে সঞ্চয় করে রাখ এবং সতর্ক হও। এ জগতে কেউ কারো কথা ভাবে না। নিজের অভাব পূরণ না করে মানুষ তোমার অভাব পূরণ করবে, এ আশা করা উচিত নয়।

এক দরবেশ দেখলেন মাঠে এক মরা পড়ে আছে। সিংহ বৃষ হত্যা করে রেখে গেছে, শৃগাল আনন্দে বিনা পরিশ্রমে তাই খাচ্ছে। দরবেশ ভাবলেন, শৃগাল যখন বিনা পরিশ্রমে বসে বসে খাচ্ছে, তখন খোদাতায়ালা ইচ্ছা করে এই ভাবেই বসিয়া খাওয়াতে পারেন, তবে

www.pathagar.com

আমি কেন অন্নের জন্য উদ্বিগ্ন হই। এক স্থানে বসে থাকি, আপনা-আপনি আহার আসবে। সেই কথা ভেবে দরবেশ এক অন্ধকার ঘরে বসে রইলেন। ১৫ দিন অতিবাহিত হল, কোন সাহায্য এল না। তখন তিনি জ্ঞান-বাণী পেলেন। কেন শৃগালের মত হতে চাও? সিংহের মত নিজে চেষ্টা করে বৃষ হত্যা কর—শৃগালেরা খাবে।

কথাও তাই, শৃগাল হতে ইচ্ছা করা বীর ধার্মিকের কাজ নয়।

তার পক্ষে সিংহ হওয়াই উচিত।

যার অর্থ নাই, সে মানুষকে কি করে বাঁচাবে?—মানুষকে কি খাওয়াবে?

www.pathagar.com

প্রার্থনা

যখন তখন, দিনের মধ্যে যতবার ইচ্ছা—যে অবস্থায় থাক না, আপন ভাষায় সময় ও অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে প্রার্থনা করা যায়। প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে, যে কোন প্রকার দুঃখ, অশান্তিতে, উদ্বেগে, বেদনায় একা অথবা দুই একজন মিলে শব্দ করে আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিকভাবে, পরম নির্ভরশীল সরল শিশুদের মত প্রার্থনা করবে। প্রার্থনা যদি আন্তরিক হয়—তবে সঙ্গে সঙ্গেই আত্মায় পরম ভরসা আসে। প্রার্থনা মানব জীবনের পরম অবলম্বন। মানবাত্মাকে ঈশ্বরের পথে আত্মোন্নতির পথে আকর্ষণ করার ইহাই একমাত্র পথ। সর্ব দুঃখের মীমাংসা প্রার্থনায় সম্ভব। প্রার্থনার দ্বারা পীড়া এমন কি সর্পবিষ শান্ত হয়। এই ধরণের প্রার্থনার সঙ্গে নামাজের কোন সংস্রব নাই। আজান ও নামাজ সামাজিক সঙ্গতি, এক কথায় পৃথিবীতে মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম জীবনকে চিরজীবিত করে রাখবার জন্যে একটা বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান। মানুষের স্মরণপথে তার মনের সম্মুখে ঈশ্বরকে সদা জাগ্রত করে রাখবার জন্যে মুসলমান নামাজ পড়ে একটা অপরিহার্য কর্তব্য পালন করে।

প্রার্থনা দুই প্রকার ঃ প্রথম, সাধারণ শ্রেণীর জন্যে, যেমন আত্মোন্নতির—মানব জীবনের কল্যাণের জন্যে, মানবাত্মার চির-আত্মোন্নতির সমস্যা সমাধানের জন্যে। যেমন পাপের ক্ষমার উদ্দেশে —ঈশ্বর নৈকট্য লাভ-উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়, সাময়িক কোন ঘটনা বা বিষয় নিয়ে নামাজকে প্রথম প্রকারে অন্তর্গত করা যায়। না বুঝে প্রার্থনা, না বুঝে কোরান পাঠ অসিদ্ধ। সর্বদাই আত্মায় অনুভব করে এমন প্রার্থনা কর। শুক্রবারের নামাজ, পরিচালকের বক্তৃতা, সাধারণ ধর্ম কথা এবং উপস্থিত বা সাময়িক প্রসঙ্গ দেশীয় ভাষায় হবে। যদি বিদেশী ভাষায় হয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলী বুঝতে না পারেন, তা অসিদ্ধ। নামাজ শেষে হাত তুলে যে বক্তিগত শেষ প্রার্থনা করা হয়, তা অবশ্যই নিজের ভাষায় হওয়া উচিত। মোট কথা, না বুঝে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র কোন বাক্য আবৃত্তি অসিদ্ধ। প্রার্থনা

www.pathagar.com

স্বরচিত হওয়া উচিত। ঈশ্বর রচিত কথাও যদি প্রার্থনার মত হয়, তবে নামাজে তা ব্যবহার করা যায়। অপ্রাসঙ্গিক কথা যেমন যুদ্ধ বর্ণনা, নারীর শুচিতার ও অশুচিতার কথা ঐতিহাসিক কথা—এসব নামাজে ব্যবহৃত না হওয়াই উচিত।

স্বরচিত ব্যক্তিগত প্রার্থনা এই ধরনের হবে। যেমন প্রাতে উপাসক নামাজ শেষে ব্যক্তিগত প্রার্থনা করছেন, প্রভু! হে মহামহিম, রাত্রির নিরাপদতার জন্য তোমায় ধন্যবাদ। রাত্রিতে যখন আমি নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, তখন তোমার দৃষ্টি আমাকে সর্ব বিপদ হতে রক্ষা করেছে। আজকার আমার এই জীবনের দিন যেন তোমার কার্যে ব্যবহৃত হয়—যেন আমার জন্য আজকার দিন বৃথা এবং ব্যর্থ না হয়। দিবসের প্রতি কথা এবং প্রতি কাজে যেন তোমার গৌরব রক্ষা করি। যেন সকল কাজে তোমার ইচ্ছা পালন করি। যেন তোমায় ভুলে না থাকি। আমার জীবনের দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল হউক। যেন মানুষের অভিশাপের পাত্র না হয়ে জগতে বাস করি। মানব কল্যাণে আমার দিনগুলি সার্থক ও সুন্দর হউক। যেন হৃদয়ে নীচ চিন্তা, পাপের চিন্তা প্রবেশ না করে—আমাকে অহঙ্কারী হতে দিও না। তোমার স্বভাব ও ভাবে আমার জীবনকে রঙিন কর। পার্থিব চিন্তায় আমার জীবনকে ব্যর্থ করো না। যেন অবৈধ অসিদ্ধ অন্ন মুখে তুলে না দি'। ছলনা, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতায় আমার জীবন যেন কলঙ্কিত না হয়। প্রতিদিন যেন তোমার কাজে সার্থক হয়। আমাকে বিধর্মী-দের মত করো না। যেন সব বিষয়ে তোমার উপর নির্ভর করি, তোমার কাছে শক্তি ভিক্ষা করি, অধার্মিকদের উপর আমার কর্তৃত্ব দাও। আমায় বল, স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান, রূপ, ঐশ্বর্য, আনন্দ, শান্তি, বিশ্বাস দাও—যেন তোমার যোগ্য দাস হই—ইত্যাদি।

অথবা এইরূপ ঃ প্রভু! আজ প্রভাতের উজ্জ্বল আলোমুকুরে দেখ-লাম তোমার নির্মল মুখ। প্রভাতের নির্মল বাতাস কুসুমের সৌন্দর্যের মত, প্রভু! আমায় নির্মল কর, সুন্দর কর ইত্যাদি।

www.pathagar.com

সম্মানিত ব্যক্তি ও পণ্ডিতদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ সাক্ষাৎ

পণ্ডিত, আলেম, জ্ঞানী, সম্মানিত, পূজনীয় ব্যক্তির সাঙ্গে নিঃস্বার্থ-ভাবে মাঝে মাঝে দেখা করা ধর্ম জীবনের অঙ্গ। আজকাল নিঃস্বার্থ দেখা-সাক্ষাৎ উঠে গিয়েছে—যেখানে লাভের আশা থাকে, স্বার্থ সিদ্ধির আশা থাকে, সেইখানে মানুষ মধু-মক্ষিকার মত ঘোরে। যে মানুষ অর্থশালী, যে রাজপদে নিযুক্ত তার বাড়ীতে লোক ধরে না, তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আত্মীয়তা করতে মানুষের উৎসাহের সীমা থাকে না। কিন্তু মহাজনেরা কখনও স্বার্থচিন্তায় বড়লোকের কাছে আসা-যাওয়া করেন না।

ঈশ্বর উদ্দেশ্য, ঈশ্বর কার্যে জীবিত থাক—সেই উদ্দেশ্যে সজ্জনের সঙ্গে দেখা কর। ইহাই তোমাদের জীবিত থাকবার একমাত্র দাবী হোক।

ঈশ্বরের কার্য কি? উহা মানব কল্যাণ, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সংবাদ বহন, বিদ্যালয় স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ, মানুষকে সুখী ও মানুষ করবার প্রচেষ্টা, নিজে সুখী ও সম্পদশালী হওয়া, পরিবারবর্গ প্রতিপালন, প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা, নিজের মধ্যকার পশুভাব দমন, মানুষকে সত্যময় ও সুন্দর করা। ঈশ্বরের কাছে ঐশ্বরিক শক্তি ও সাহায্য ভিক্ষা এবং এইজন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা, সামাজিক ধর্ম জীবনের মর্যাদা রক্ষা, অর্থাৎ রোজা এবং আজানসহ সমবেতভাবে নামাজ পড়া।

তোমাদের দৈনিক জীবনের আলাপ ও গল্পের বিষয় এইসব হোক। হায়! মুসলমান সমাজের দৈনিক আলাপ হয় কি বিষয়? যা বলতে লজ্জা করে। মানুষ মানুষের সহিত দেখা করে অতি জঘন্য স্বার্থে। কেউ কারো সঙ্গে আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষাৎ করে না।

যেমন জগতে রাজার শাসন সম্বন্ধে সর্বদাই তোমরা আলোচনা কর, সভা কর, তেমনি আল্লাহ্‌র রাজ্য, তাঁর শাসন নীতি, তাঁর রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে তোমরা আলোচনা কর, সভা কর। মানুষের সঙ্গে ভক্তি ও প্রেমের প্রেরণার উৎসাহে আন্তরিকতায় দেখা কর, সাক্ষাৎ কর।

www.pathagar.com

কিভাবে আল্লাহ্‌র রাজ্য চলেছে, চলবে। প্রভুর সম্বন্ধে আমরা আরও কি করতে পারি। কিভাবে আল্লাহ্‌র সেবা আমরা তার কোটি কোটি ভক্ত সৈনিক সন্তান মিলে করতে পারব। কি করে পাপী আর তার অনুচরদলের অভিযান চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব। এ আয়োজন, এ কল্পনা কি তোমাদের আছে? তোমরা আল্লাহ্‌র রাজ্যে বাস কর না—তোমরা বাস কর ইংরাজদের রাজ্যে, সেই জন্যে সেই কথা বল, সেই রাজ্যে বড় চাকরি পাবার জন্যে বড়লোকের দুয়ারে হানা দাও। তার শাসন সম্বন্ধে কোন আলোচনাও তোমরা কর না।

দেশের সম্মানিত ব্যক্তি যারা, তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা উচিত। দাম্ভিক অহঙ্কারী হয়ে সম্মানিতকে তুচ্ছ করো না—প্রভুর কাছে দাস হয়ে নত হও এবং সর্বপ্রকারে তার অনুগত থেকে তার মঙ্গল কর। সম্মানিতদের, পণ্ডিতজনকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা কর।

দুষ্ট, অনাচারী, যে আল্লাহ্‌র পথে নাই, তাকে সম্মান করো না, তার কাছেও যেও না।

www.pathagar.com

হাসপাতাল নির্মাণ

হাসপাতাল নির্মাণের কথা একবার কেন, অনেকবার বলেছি। আবার বলি, দেশের সর্বত্র পীড়িতের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পাশে পাশে হাসপাতাল, যক্ষ্মাগার স্থাপিত হওয়ার মত ধর্মকাজ আর নাই। পীড়িতের সেবা কর। এই হচ্ছে ধর্ম। শুষ্ক লবণহীন রোজা নামাজে কোন ফল হবে না।

ইচ্ছা থাকলে এসব কাজে টাকার অভাব হবে না। প্রত্যেক মসজিদ ঘরে সম্মানিত, সাধু এবং যোগ্য পণ্ডিতকে পুরোহিত নিযুক্ত কর। তিনি চাঁদা তুলবেন, তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করবেন, হাসপাতাল স্থাপন করবেন। মৃত্যুর জন্যে ফাতেহা উপলক্ষে যে অর্থ এক বেলায় ব্যয় করে ফেল তার কতক অংশ এইসব মহৎ জনহিতকর কাজে ব্যয় কর—শত শত নারী 'হোম' গড়ে উঠবে। হে বন্ধু, শুধুই রোজা-নামাজ করে, ধর্ম জীবনের ইতি করো না। তোমার ধর্ম-জীবনের সার্থকতার ক্ষেত্র আরও বৃহত্তর। কহুম আল্লাহ্‌র, তা আরও বৃহত্তর—কি করলে পাগলেরা, ধর্মজীবনকে এমনভাবে মিথ্যা করে দিলে? তোমরা যে জীবনযাপন করলে ওকে কি ধর্মজীবন বলে? টিকির উপর টুপিটা রেখে গুনগুন করে সুর করে দরূদ পড়লেই কি ধার্মিক হওয়া যায়—মাঝে মাঝে বাড়ীতে মৌলুদ দিলেই কি ধর্মের সংসার পাতা শেষ হলো? তোমার জীবনের কাজ কৈ, পরিচয় কৈ?

www.pathagar.com

পাপীর প্রতি ক্ষমাশীলতা

ধার্মিকের পক্ষে অহঙ্কার করা বড়ই অন্যায়। যে ধার্মিক মনে মনে অহঙ্কার করে, অধার্মিক, বেনামাজী বা পাপী অবোধকে ঘৃণা করে—তাকে ধার্মিক বলা যায় না। ধার্মিকের প্রাণে পাপীর জন্যে দরদ থাকা চাই।

আত্মমর্যাদা জ্ঞান

ধার্মিক ব্যক্তির আত্মমর্যাদা জ্ঞান থাকা চাই। আত্মমর্যাদা জ্ঞানকে অহঙ্কার বলা যায় না।

জীবনে সূক্ষ্ম অনুভূতি চাই। যেন আত্মমর্যাদা জ্ঞান অহঙ্কার রূপে প্রকাশ না পায়। ছোটর কাছে, যা মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব তা ভয়ে নত হওয়া উচিত নয়—ইহাই আত্মমর্যাদা জ্ঞানের ভাব।

www.pathagar.com

ক্রোধ এবং অহঙ্কার

যতক্ষণ মনে ক্রোধ এবং অহঙ্কার আছে ততক্ষণ স্বর্গের আশা করো না।

ক্রোধ মাটি করে ফেল। নিজে মাটি হও তবেই স্বর্গের যোগ্য হবে। তার একটুও আগে নয়।

যুদ্ধকালে জনৈক কাফের হযরত আলীর মুখ ভরে থুথু নিক্ষেপ করলো। তৎক্ষণাৎ আলী তাকে ত্যাগ করলেন। কাফের কারণ জিজ্ঞাসা করলে আলী বললেন--বন্ধু যদি হত্যা করতে হয়, কর্তব্যের খাতিরে তা করতে হবে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়। তোমার ব্যবহারে আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি, তাই তোমায় ত্যাগ করলুম। কাফের তৎক্ষণাৎ আলীর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। সে বললো, যে ধর্মে এমন কথা বলে, সে ধর্ম নিশ্চয় সত্য। জনৈক সাধুকে পরীক্ষার জন্যে ৮০ বার ডাকা হলো। ৮০ বার তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। সাধু কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হলেন না।

নবী করিম বলেছেন—যার ভিতর এক বিন্দু অহঙ্কার আছে সে স্বর্গের যোগ্য নয়। ক্রোধ আর অহঙ্কার একই জিনিস। যিনি ক্রোধ জয় করতে পেরেছেন, তিনি অহঙ্কারও জয় করেছেন।

নামাজ পড়তে পড়তে শিশুদের কলরব শুনে ক্রোধে তাদের উপর মুখভঙ্গী করে ওঠ। এখনও ঠিক পাও নাই, ধর্ম কি জিনিস? নামাজের ঘরেই শুধু যাওয়া-আসা কর।

নিজের ভিতরকার পশুগুলিকে চূর্ণ কর --তাহলেই তোমার ধার্মিকতা সিদ্ধ হবে।

www.pathagar.com

প্রতিহিংসা

যদি পার মহতের কল্যাণ কর নিষ্ঠুরাচারীর অকর্মের প্রতিশোধ নিও। সেই তো ধার্মিকের প্রকৃতি। যেমন পশুর আচরণ পেয়েছ, ঠিক তেমনি করে তুমিও কি করবে? না, না, না,—কখনও না।

যে তোমায় আঘাত করেছে, হৃদয়ে বেদনা দিয়েছে, হত্যা করতে এসেছে, তাকে প্রেম করে, ভালবেসে জীবন দিয়ে প্রতিশোধ নাও। সেই হচ্ছে ধার্মিকের কাজ। স্বামীকে বিষ দিয়ে জায়দা নারী-ধর্ম পালন করেছেন। এমাম মরণকালে বললেন, জায়েদার সমস্ত পাপ আমি ক্ষমা করেছি। যাবৎ না তিনি স্বর্গে প্রবেশ করেন, তাবৎ স্বর্গ আমার জন্য হারাম।

জনৈক স্পেনিস্ ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে জনৈক খৃষ্টান যুবক তারই গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। ভদ্রলোক যুবককে একটি অশ্ব আর একখানি তরবারি দিয়ে বললেন, যুবক, রাত্রি প্রভাত না হতেই পালিয়ে যাও, কি জানি পিতার মন, দুর্বল হয়ে তোমাকে আঘাতও করতে পারি। এই হচ্ছে হত্যার উত্তম প্রতিশোধ।

জনৈক লম্পট হিন্দু নরপতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বধূর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করবার জন্যে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রাসহ লোক পাঠিয়েছেন। ব্রাহ্মণবধূ স্বহস্তে আপন গোপন পুষ্পবৎ স্তনযুগল কেটে রক্তমাখা করে একখানি থালায় স্থাপন করে নিজ হস্তে দূতের হাতে দিয়ে বললেন—এই নাও, তোমার রাজা যে জিনিসের লোভ করেছেন, তাই নিয়ে তাকে দাও নির্লজ্জ লম্পটের নির্লজ্জ ব্যবহারের ইহাই উত্তম প্রতিশোধ।

য ব নি কা

www.pathagar.com